রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ ২০২২ সনের ৩৭ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, সেপ্টেম্বর ১৫, ২০২২

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা নং
১ম খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৫৭৭—৫৯৬
২য় খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১১৭৭—১২৩২
৩য় খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৪র্থ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৮৫৩—৯৫৫
৭ম খণ্ড—অন্য কোনো খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	৪৭-৪৮
ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	নাই
(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারি।	নাই
(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
(৬) ..... তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

শৃঙ্খলা-১(১) অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২২ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯/০৫ জুন ২০২২

নং **০৫.০০.০০০০.১৮০.২৭.০৩৫.২০২০-৬৩**—যেহেতু, জনাব তাহসিনুর রহমান (পরিচিতি নম্বর-৪৫১৮), পরিচালক (উপসচিব), বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা হিসেবে কর্মকালে ৬৪তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স এবং ১১৮তম এসিএডি প্রশিক্ষণ কোর্সের অব্যয়িত ৫৪,৫৬,০০০ (চুয়ান্ন লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার) টাকা সরকারি কোষাগারে জমা না দেওয়ায় তাঁর নামে অডিট আপত্তি উত্থাপিত হয় ও উক্ত টাকা আদায়ের লক্ষ্যে বিপিএটিসি কর্তৃক জনাব তাহসিনুর রহমানকে একাধিকবার পত্র প্রেরণ করা হলেও তিনি কোনো জবাব প্রদান না করায় বিপিএটিসি-এর অনুরোধে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে যুগ্মসচিব (প্রশাসন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়-এর সভাপতিত্বে গঠিত ০৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনের আলোকে বাজেট ও অডিট শাখা হতে ১৫ মার্চ ২০২০ তারিখের ১০৮৬ নম্বর স্মারকে অব্যয়িত ৫৪,৫৬,০০০ (চুয়ান্ন লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার) টাকা সরকারি কোষাগারে জমা না দেওয়ার অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী আনীত 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে রুজুকৃত ৩২/২০২০ নম্বর বিভাগীয় মামলায় ১৯ নভেম্বর ২০২০ তারিখের ১৯৫ নম্বর স্মারকমূলে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী জারি করা হয়;

২। যেহেতু, জনাব তাহসিনুর রহমান ৩০ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির প্রার্থনা করলে ২৭ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয় এবং তাঁর লিখিত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্য বিবেচনায় অভিযোগটি তদন্ত করার জন্য তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

৩। যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক ১৭ এপ্রিল ২০২২ তারিখে দাখিলকৃত প্রতিবেদন অনুযায়ী অডিট আপত্তির ৫৪,৫৬,০০০ (চুয়ান্ন লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার) টাকা জনাব তাহসিনুর রহমান কর্তৃক সরকারি কোষাগারে জমা না দেওয়ার কারণে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে;

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
হাছিনা বেগম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

৪। সেহেতু, জনাব তাহসিনুর রহমান (পরিচিতি নম্বর-৪৫১৮), প্রাক্তন পরিচালক (উপসচিব), বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা বর্তমানে পরিচালক, শিক্ষা তত্ত্ব ও শিক্ষামান, এনটিআরসিএ, রেড ক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ার, ঢাকা-কে তাঁর বিরুদ্ধে প্রমাণিত 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(২)(গ) অনুযায়ী লঘুদন্ড হিসেবে উক্ত অভিযোগের সাথে সংশ্লিষ্ট সরকারের আর্থিক ক্ষতির সম্পূর্ণ ৫৪,৫৬,০০০ (চুয়ান্ন লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার) টাকা তাঁর প্রাপ্য আনুতোষিক হতে আদায়ের আদেশ প্রদান করা হলো।

৫। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

কে এম আলী আজম
সিনিয়র সচিব।

শৃঙ্খলা-৪ শাখা
প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৬ আষাঢ় ১৪২৯/২০ জুন ২০২২

নং **০৫.০০.০০০০.১৮৩.২৭.০০৩.২২-২০৬**—যেহেতু, জনাব এ এইচ এম আসিফ বিন ইকরাম (পরিচিতি নম্বর : ১৫২৯৭), প্রাক্তন উপপরিচালক, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন বর্তমানে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সিনিয়র সহকারী সচিব), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় গত ১৪ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে উপপরিচালক হিসেবে যোগদান করে যোগদানের পর থেকে কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে প্রায়শই অফিসে অনুপস্থিত থাকেন এবং গত ২৫ মার্চ ২০২০ তারিখ থেকে ১৮ আগস্ট ২০২০ তারিখ পর্যন্ত কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত ছিলেন; এবং

২। যেহেতু, পরবর্তীতে তিনি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে আর হাজির হননি এবং তাঁর এহেন অননুমোদিত অনুপস্থিতির কারণে দাপ্তরিক কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩ (খ) ও (গ) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১৮ এপ্রিল ২০২২ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৮৩.২৭.০০৩.২২(বিমা)-১১০ নম্বর স্মারকমূলে কৈফিয়ত তলব করা হয় এবং একই সাথে তিনি ব্যক্তিগত শুনানি চান কিনা তা জানতে চাওয়া হয়;

৩। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণীর আলোকে লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির জন্য আবেদন করলে ০৯ জুন ২০২২ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়; এবং

৪। যেহেতু, বিভাগীয় মামলার অভিযোগ এর বিষয়ে উভয় পক্ষের বক্তব্য, দাখিলকৃত জবাব, তথ্য প্রমাণ ও প্রাসঙ্গিক বিষয়সমূহ পর্যালোচনায় অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী 'অসদাচরণ; এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় সামগ্রিক বিচারে তাঁকে দণ্ড আরোপ করা সমীচীন বলে প্রতীয়মান হয়;

৫। সেহেতু, জনাব এ এইচ এম আসিফ বিন ইকরাম (পরিচিতি নম্বর : ১৫২৯৭), প্রাক্তন উপপরিচালক, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন বর্তমানে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সিনিয়র সহকারী সচিব), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় উক্ত বিধিমালার ৪(২)(ক) বিধি অনুযায়ী তাঁকে 'তিরস্কার' সূচক লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো এবং বিএসআর পার্ট-১ এর বিধি-৫ (১৭) এর নোট-২ অনুযায়ী ২৫ মার্চ ২০২০ তারিখ থেকে ১৮ আগস্ট ২০২০ তারিখ পর্যন্ত সময়কে বাধ্যতামূলক অপেক্ষাকাল হিসাবে মঞ্জুর করা হলো।

৬। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

কে এম আলী আজম
সিনিয়র সচিব।

শৃঙ্খলা-৫ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ৩০ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯/১৩ জুন ২০২২

নং **০৫.০০.০০০০.১৮৪.২৭.০০৭.২০(বি.মা).৩২৪**—জনাব সাঈকা সাহাদাত (পরিচিতি নং-১৭২৮২), প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, পেকুয়া, কক্সবাজার বর্তমানে সিনিয়র সহকারী প্রধান, পরিকল্পনা কমিশন, শিল্প ও শক্তি বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা গত ২৯-০৮-২০১৯ তারিখ হতে ২৯-০৪-২০২০ তারিখ পর্যন্ত উপজেলা নির্বাহী অফিসার, পেকুয়া, কক্সবাজার হিসেবে কর্মরত থাকাকালে ঘূর্ণিঝড় বুলবুল এর কারণে ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে বিতরণের জন্য বরাদ্দের অব্যবহৃত ১৫ মে. টন চাল করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে দিনমজুর, রিক্সাচালক, অসহায় দুস্থ পরিবারের মাঝে বিতরণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদন না নিয়ে এমনকি মৌখিকভাবে গোচরীভূত না করে সম্পূর্ণ বেআইনীভাবে অসৎ উদ্দেশ্যে একটি ইউনিয়নে (টেটং ইউনিয়ন) বরাদ্দ প্রদান করা, প্রচলিত নিয়ম নীতি সুস্পষ্টভাবে লঙ্ঘন করার কারণে জেলা প্রশাসক, কক্সবাজার তাঁকে ৩ দিনের মধ্যে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিলে উক্ত বিষয়ের জবাব সময়োত্তীর্ণ হওয়ার পরও প্রদান না করা, টেটং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব জাহেদুল ইসলাম চৌধুরী উক্ত বরাদ্দকৃত ১৫ মে. টন চালের মধ্যে ২.৫ মে. টন চাল উত্তোলন করে ইউনিয়ন পরিষদের সচিব জনাব আব্দুল আলীমের মাধ্যমে তাঁর অফিসে পাঠালে তিনি নিজে উক্ত ২.৫ মে. টন চাল বিতরণ করেন এবং অবশিষ্ট ১২.৫ মে. টন চাল টেটং ইউনিয়নের চেয়ারম্যান কর্তৃক বিক্রয় করে আত্মসাৎ করার বিষয়ে তিনি পরোক্ষভাবে দায়ী থাকার অভিযোগে এ মন্ত্রণালয়ের ০১ অক্টোবর ২০২০ তারিখের ০৫.০০.০০০০.২৭.০০৭.২০ (বি. মা)-৩২৩ সংখ্যক স্মারকে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ অনুযায়ী বিভাগীয় মামলা রুজু করে কৈফিয়ত তলব করা হয় এবং কেন তাঁকে চাকরি হতে বরখাস্ত বা অন্য কোনো উপযুক্ত দণ্ড প্রদান করা হবে না তা অভিযোগনামা প্রাপ্তির ১০ (দশ) কার্য দিবেসের মধ্যে জানানোর জন্য এবং আত্মপক্ষ সমর্থনে তিনি ব্যক্তিগত শুনানি চান কি-না তা তাঁর লিখিত জবাবে উল্লেখ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়; এবং

২। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিরণীর পরিপ্রেক্ষিতে গত ০১ নভেম্বর ২০২০ তারিখ লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির জন্য আবেদন করলে ২০ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখ ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণপূর্বক তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ গুরুতর হওয়ায় ন্যায় বিচার ও প্রকৃত তথ্য উদঘাটনের নিমিত্ত তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য বলা হলে তদন্ত কর্মকর্তা গত ১৯ জানুয়ারি ২০২২ তারিখ তদন্ত

প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং তদন্ত প্রতিবেদন সার্বিক পর্যালোচনায় পুনঃতদন্ত করার প্রয়োজন হওয়ায় মামলাটি পুনঃতদন্তপূর্ব প্রতিবেদন দাখিলের জন্য বলা হয়; এবং

৩। যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক ৩০ মে ২০২২ তারিখ পুনঃতদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হলে প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায় অভিযুক্ত কর্মকর্তার বক্তব্য, রাষ্ট্র পক্ষের উপস্থাপিত তথ্য-উপাত্ত, অভিযোগকারীদের জবানবন্দি এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা করে অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব সাঈকা সাহাদাত (পরিচিতি নং ১৭২৮২), প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, পেকুয়া, কক্সবাজার বর্তমানে সিনিয়র সহকারী প্রধান, পরিকল্পনা কমিশন, শিল্প ও শক্তি বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়-এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(ঘ) বিধি অনুযায়ী যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি পরায়ণতা'-এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি মর্মে তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক মতামত প্রদান করা হয়েছে;

৪। সেহেতু, জনাব সাঈকা সাহাদাত (পরিচিতি নং-১৭২৮২), প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, পেকুয়া, কক্সবাজার বর্তমানে সিনিয়র সহকারী প্রধান, পরিকল্পনা কমিশন, শিল্প ও শক্তি বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(ঘ) বিধি অনুযায়ী যথাক্রমে 'অসদাচরণ' এবং 'দুর্নীতিপরায়ণতা'-এর অভিযোগসমূহ তদন্তে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত না হওয়ায় তাঁকে এ বিভাগীয় মামলার দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

৫। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

কে এম আলী আজম
সিনিয়র সচিব।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
[কাস্টমস: রপ্তানি ও বন্ড শাখা]

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ০৫ আষাঢ়, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/১৯ জুন, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৩২/২০২২/কাস্টমস/২১৫**।—The Customs Act, 1969 (Act-IV of 1969) এর Section-13(2) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক মোংলা সমুদ্র বন্দরে অবস্থিত মেসার্স বেলাজিও লিমিটেড (বন্ড লাইসেন্স নং-এস/ ০১/বন্ড লাইঃ/ বেলাজিও/মংলা/২০১৬, তারিখ: ১২-০৪-২০১৬ খ্রিঃ) নামীয় শুল্কমুক্ত বিপণীর অনুকূলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রজ্ঞাপন নং ২০/২০২২/কাস্টমস/১৭৯, তারিখ: ২৪-০৫-২০২২ খ্রি. এর মাধ্যমে ২০২১-২০২২ অর্থবছরের জন্য বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা প্রদান করা হয়। প্রতিষ্ঠানের আবেদন এবং সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় উক্ত প্রতিষ্ঠানের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক আমাদানি প্রাপ্যতার মেয়াদ আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত বর্ধিত করা হলো।

নং **২৭/২০২২/কাস্টমস/২১৬**।—The Customs Act, 1969 (Act-IV of 1969) এর Section-13(2) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক ভোমরা স্থল শুল্ক স্টেশনে অবস্থিত মেসার্স বেলাজিও লিমিটেড (বন্ড লাইসেন্স নং-০১/কাস-পিবিডব্লিউ/ ২০১৫, তারিখ: ২৪-০৬-২০১৫ খ্রিঃ) নামীয় শুল্কমুক্ত বিপণীর অনুকূলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রজ্ঞাপন নং ২৫/২০২২/কাস্টমস /১৯১, তারিখ: ০১-০৬-২০২২ খ্রি. এর মাধ্যমে ২০২১-২০২২ অর্থবছরের জন্য বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা প্রদান করা হয়। প্রতিষ্ঠানের আবেদন এবং সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় উক্ত প্রতিষ্ঠানের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক আমাদানি প্রাপ্যতার মেয়াদ আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত বর্ধিত করা হলো।

নং **২৮/২০২২/কাস্টমস/২১৭**।—The Customs Act, 1969 (Act-IV of 1969) এর Section-13(2) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক আখাউড়া স্থল শুল্ক স্টেশনে অবস্থিত মেসার্স বেলাজিও লিমিটেড (বন্ড লাইসেন্স নং-০১/কাস-পিবিডব্লিউ/ আখাউড়া/২০১৫, তারিখ: ০১-০৭-২০১৫ খ্রিঃ) নামীয় শুল্কমুক্ত বিপণীর অনুকূলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রজ্ঞাপন নং ০১৫/২০২২/ কাস্টমস/১৬৪, তারিখ: ০৯-০৫-২০২২ খ্রি. এর মাধ্যমে ২০২১-২০২২ অর্থবছরের জন্য বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা প্রদান করা হয়। প্রতিষ্ঠানের আবেদন এবং সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় উক্ত প্রতিষ্ঠানের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক আমাদানি প্রাপ্যতার মেয়াদ আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত বর্ধিত করা হলো।

নং **২৯/২০২২/কাস্টমস/২১৮**।—The Customs Act, 1969 (Act-IV of 1969) এর Section-13(2) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দরে অবস্থিত মেসার্স বেলাজিও লিমিটেড (বন্ড লাইসেন্স নং-৫(১৩)কাবক/চট্টঃ/বন্ড(শীপ স্টোরস)/লাইঃ/১৮/২০১৮, তারিখ: ০২-১২-২০১৮ খ্রিঃ) নামীয় শুল্কমুক্ত বিপণীর অনুকূলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রজ্ঞাপন নং ০২১/২০২২/কাস্টমস/১৭৮, তারিখ: ২৪-০৫-২০২২ খ্রি. এর মাধ্যমে ২০২১-২০২২ অর্থবছরের জন্য বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা প্রদান করা হয়। প্রতিষ্ঠানের আবেদন এবং সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় উক্ত প্রতিষ্ঠানের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক আমাদানি প্রাপ্যতার মেয়াদ আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত বর্ধিত করা হলো।

নং **৩১/২০২২/কাস্টমস/২১৯**।—The Customs Act, 1969 (Act-IV of 1969) এর Section-13(2) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক হযরত শাহ-আমানত আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, চট্টগ্রামে অবস্থিত মেসার্স বেলাজিও লিমিটেড (বন্ড লাইসেন্স নং-৫(১৩)কাবক/চট্টঃ/বন্ড(শুল্ক বিপনী)/লাইঃ/০২/২০১৯, তারিখ: ১৩-০২-২০১৯ খ্রিঃ) নামীয় শুল্কমুক্ত বিপণীর অনুকূলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রজ্ঞাপন নং ০১৯/২০২২/কাস্টমস/১৭১, তারিখ: ২২-০৫-২০২২ খ্রি. এর মাধ্যমে ২০২১-২০২২ অর্থবছরের জন্য বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা প্রদান করা হয়। প্রতিষ্ঠানের আবেদন এবং সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় উক্ত প্রতিষ্ঠানের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক আমাদানি প্রাপ্যতার মেয়াদ আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত বর্ধিত করা হলো।

নং **৩০/২০২২/কাস্টমস/২২০।**—The Customs Act, 1969 (Act-IV of 1969) এর Section-13(2) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক হযরত শাহ জালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, ঢাকায় অবস্থিত মেসার্স বেলাজিও লিমিটেড (বন্ড লাইসেন্স নং-১৭৪১/কাস-এসবিডব্লিউ/২০১৫, তারিখ: ০৬-১২-২০১৫ খ্রিঃ) নামীয় শুল্কমুক্ত বিপণীর অনুকূলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রজ্ঞাপন নং ০১৮/২০২২/কাস্টমস/১৭২, তারিখ: ২২-০৫-২০২২ খ্রি. এর মাধ্যমে ২০২১-২০২২ অর্থবছরের জন্য বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা প্রদান করা হয়। প্রতিষ্ঠানের আবেদন এবং সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় উক্ত প্রতিষ্ঠানের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক আমাদানি প্রাপ্যতার মেয়াদ আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত বর্ধিত করা হলো।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে

মোঃ মশিয়ার রহমান মন্ডল
দ্বিতীয় সচিব (কাস্টমস: রপ্তানি ও বন্ড)।

[একই স্মারক ও তারিখে স্থলাভিষিক্ত]
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৭

আদেশ

তারিখ : ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/০৬ জুন ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

নং **বিচার-৭/২-এন-৩২/২০০৪-১৫৬**—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে (মোঃ আশরাফুল আলম, জন্ম তারিখ : ০১-০১-১৯৭৭ খ্রি., পিতা : মোঃ আকবর হোসেন, মাতা : মোছাঃ পারুল খাতুন, গ্রাম : রামেশ্বরগাঁতী, ওয়ার্ড নং-০৫, ডাকঘর : বোয়ালিয়ার চর, উপজেলা : রায়গঞ্জ, জেলা : সিরাজগঞ্জ।) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সিরাজগঞ্জ জেলার রায়গঞ্জ উপজেলার ০৮নং পাঙ্গাসী ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ বা তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করা হইল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনর্নির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনোরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুরাদ জাহান চৌধুরী
সিনিয়র সহকারী সচিব।

আদেশাবলি

তারিখ : ২৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/০৮ জুন ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

নং **বিচার-৭/২-এন-৯২/৭৭-১৫৭**—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে (জনাব মোঃ আলী আকবর, জন্ম তারিখ : ০১-০৫-১৯৮০ খ্রি., পিতা : মোঃ ওয়াকিল উদ্দিন, মাতা : ফাতিমা বেগম, গ্রাম : টাউন নওয়াপাড়া, ডাকঘর : টাউন নওয়াপাড়া, উপজেলা : ফকিরহাট, জেলা : বাগেরহাট।) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে বাগেরহাট জেলার ফকিরহাট উপজেলার ০৩নং পিলজংগ ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ বা তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করা হইল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনর্নির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনোরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

তারিখ : ০৫ আষাঢ় ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/১৯ জুন ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

নং **বিচার-৭/২-এন-৬৩/৭২-১৬২**—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে (জনাব আব্দুল আউয়াল, জন্ম তারিখ : ০১-০৯-১৯৯৪ খ্রি., পিতা : আব্দুল কাদির, মাতা : রহিমা আক্তার, গ্রাম : বামুন্দী, ডাকঘর : খিলা, উপজেলা : আটপাড়া, জেলা : নেত্রকোণা।) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নেত্রকোণা জেলার আটপাড়া উপজেলার ০৩নং লুনেশ্বর ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ বা তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করা হইল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনর্নির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনোরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুরাদ জাহান চৌধুরী
সিনিয়র সহকারী সচিব।

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
তদন্ত ও শৃঙ্খলা শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯/০১ জুন ২০২২

নং **৩৫.০০.০০০০.০২৮.২৭.০২৬.২১-১৪৩**—যেহেতু, জনাব জহিরুল ইসলাম (পরিচিতি নং-৬০২১৫০), নির্বাহী প্রকৌশলী (সওজ) সড়ক বিভাগ, খাগড়াছড়ি (প্রাক্তন নির্বাহী প্রকৌশলী, সুনামগঞ্জ সড়ক বিভাগ) এর বিরুদ্ধে (i) দরপত্রের চেয়ারপারসন এর অনুমতি ব্যতীত চেয়ারপারসন এর আইডি ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে টেন্ডার ওপেনিং, মূল্যায়ন ও ইজিপি-তে তুলনামূলক বিবরণী প্রস্তুত করে অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের নিকট পাঠানো এবং (ii) 'দৈনিক যুগান্তর' পত্রিকায় গত ০৬-০৪-২০২০ তারিখে প্রকাশিত প্রতিবেদনে সুনামগঞ্জ সড়ক বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী হিসেবে তার বিরুদ্ধে তদন্তক্রমে 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ পাওয়া যায়। অভিযোগটি প্রাথমিক তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় তার বিরুদ্ধে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী জারি করতঃ বিভাগীয় মামলা নং ০৯/২০২১ রুজু করা হয়। তিনি যথাসময়ে লিখিত জবাব দাখিল করেন এবং গত ১৫-১১-২০২১ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানি প্রদান করেন;

যেহেতু, ব্যক্তিগত শুনানি শেষে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পরীক্ষান্তে বিভাগীয় মামলার তদন্তের প্রয়োজন হওয়ায় যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণপূর্বক জনাব ফাহমিদা হক খান, উপসচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ-কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিবেদনে অভিযোগসমূহ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় কেন তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধিতে উল্লিখিত যে কোনো গুরুদণ্ড আরোপ করা হবে না সে সম্পর্কে একই বিধিমালার ৭(৯) বিধি মোতাবেক ০৭ (সাত) কার্য দিবসের মধ্যে জবাব প্রদানের জন্য তাকে দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ দেয়া হয়। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তিনি জবাব পেশ করেন;

যেহেতু, অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী, লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানির সময় প্রদত্ত জবানবন্দী, প্রদত্ত তদন্ত প্রতিবেদন ও দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর জবাব পর্যালোচনা করা হয়;

যেহেতু, তিনি দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর জবাবে উল্লেখ করেছেন তার দ্বারা সরকারের অর্থ অপচয় হয়নি বা কোনো অর্থ তসরূপ করা হয়নি বা তার কর্তৃক কোনো সরকারি অর্থ আত্মসাৎ করা হয়নি এবং টেন্ডার কার্যক্রমে কোনো অসৎ উদ্দেশ্য ছিল না;

যেহেতু, তার এহেন কার্যক্রমে সরকারের আর্থিক ক্ষতি না হলেও সরকারি নিয়মের ব্যত্যয় ঘটেছে মর্মে তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায়। তিনি সরকারি নিয়ম-নীতি প্রতিপালনে আন্তরিক হলে এমনটি হতো না। এক্ষেত্রে কর্তব্য পালনে তার অবহেলার পরিচয় পাওয়া যায় যা 'অসদাচরণ' এর সামিল;

সেহেতু, অভিযোগনাম ও অভিযোগ বিবরণী, লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানীর সময় প্রদত্ত জবানবন্দী, প্রদত্ত তদন্ত প্রতিবেদন ও দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর জবাব পর্যালোচনায় জনাব জহিরুল ইসলাম (পরিচিতি নং-৬০২১৫০), নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, সড়ক বিভাগ, খাগড়াছড়ি (প্রাক্তন নির্বাহী প্রকৌশলী, সুনামগঞ্জ সড়ক বিভাগ)-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর দায়ে দোষী সাব্যস্ত করা হলো এবং একই বিধিমালার বিধি ৪(২)(খ) বিধিতে বর্ণিত দণ্ড প্রদানপূর্বক ০১(এক) বছরের জন্য তার বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থগিত রাখার আদেশ প্রদান করা হলো।

৫। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোঃ নজরুল ইসলাম
সচিব।

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

আদেশাবলি

তারিখ : ২২ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯/০৫ জুন ২০২২

নং **১৭.০০.০০০০.০৮৩.২৭.০১১.২২-২২৬**—যেহেতু, জনাব বিশ্বাস সুজন কুমার, উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা, কালিয়া, নড়াইল ও রিটার্নিং অফিসার কৃষ্ণপুর ডহর চাঁচুড়ী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কৃষ্ণপুর ২৮-১১-২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে চাঁচুড়ী ইউনিয়নের ০২ নং ওয়ার্ডের সাধারণ সদস্য পদে কেন্দ্রের ফলাফলের বিষয়ে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন না করে নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও কাটাছেড়া ও ভুল 'ড' ফরম পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করেই নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে প্রেরণ করেন। সে অনুযায়ী গেজেট প্রকাশিত হয়। তাঁর কর্তৃক বিজয়ী প্রার্থীর পরিবর্তে পরাজিত প্রার্থীর রেজাল্ট শিট প্রেরণ করায় পরাজিত প্রার্থীর নাম ১৯-১২-২০২১ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। তাঁর উক্ত কার্যক্রমে গেজেট প্রকাশ ও শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান কার্যক্রম ব্যাহত হয়। তিনি রিটার্নিং অফিসার হিসাবে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। তৎপ্রেক্ষিতে, নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৫(১) অনুযায়ী এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ আনয়ন করে তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা নং ০৮/২০২২ রুজু করা হয়। বিভাগীয় মামলার অভিযোগ নামায় তাঁকে কারণ দর্শানো হয়। তিনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে লিখিত জবাব দাখিল করেন এবং দাখিলকৃত জবাবে তিনি ব্যক্তিগত শুনানি প্রার্থনা করেন। ২৯-০৫-২০২২ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, ব্যক্তিগত শুনানিকালীন তাঁর মৌখিক বক্তব্য অনুযায়ী তাঁর লিখিত জবাবই তাঁর বক্তব্য। এর বাইরে তাঁর কোনো বক্তব্য নেই;

যেহেতু, ব্যক্তিগত শুনানিকালীন তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, তাঁর মৌখিক বক্তব্য ও দাখিলকৃত জবাব এবং তৎসংশ্লিষ্ট দলিলাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রিজাইডিং অফিসার ভুল রেজাল্ট শীট প্রদান করায় উক্ত রেজাল্ট শীটে সর্বাধিক ভোট প্রাপ্ত মোরগ প্রতীকে রবিউল ইসলামকে রিটার্নিং অফিসার বিজয়ী ঘোষণা করেন এবং সে অনুযায়ী ফরম-ঠ-২ ও ফরম-'ড' প্রস্তুত করে যথাযথ কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রেরণ করেন। প্রেরিত ফলাফল অনুযায়ী জনাব রবিউল ইসলামের নাম ১৯-১২-২০২১ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। তৎপরবর্তীতে জনাব বিশ্বাস সুজন কুমার, উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা, কালিয়া, নড়াইল ও রিটার্নিং অফিসার ১৯-১২-২০২১ তারিখে বাংলাদেশ গেজেট এর অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত পরাজিত প্রার্থী জনাব রবিউল ইসলাম এর পরিবর্তে বিজয়ী প্রার্থী জনাব ছামিউল শেখ এর নাম প্রতিস্থাপনপূর্বক গেজেট সংশোধনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান। তদনুযায়ী রবিউল ইসলাম এর পরিবর্তে বিজয়ী প্রার্থী জনাব ছামিউল শেখ এর নাম ২৭-০১-২০২২ তারিখে বাংলাদেশ গেজেট এর অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রতিস্থাপিত হয়। এমতাবস্থায়, জনাব বিশ্বাস সুজন কুমার, উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা, কালিয়া, নড়াইল ও রিটার্নিং অফিসার নির্বাচনী দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য আন্তরিকভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। ভবিষ্যতে নির্বাচনী দায়িত্ব ও অন্যান্য দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালনা করার সময়ে আরও অধিক মনোযোগী ও যত্নবান হবেন এবং ভবিষ্যতে এই প্রকার ভুল আর কখনও হবেনা মর্মে তিনি অঙ্গীকার করেন;

সেহেতু, সার্বিক দিক বিবেচনায়, জনাব বিশ্বাস সুজন কুমার, উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা, কালিয়া, নড়াইল ও রিটার্নিং অফিসার-কে সতর্ক করা হল এবং মামলাটি নিষ্পত্তি করা হলো।

তারিখ : ০৬ আষাঢ় ১৪২৯/২০ জুন ২০২২

নং **১৭.০০.০০০০.০৮৩.২৭.০১৩.২২-২৪১**—যেহেতু, জনাব মোঃ আনিছুর রহমান, সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার, যশোর (প্রাক্তন: সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার, কুষ্টিয়া) কুষ্টিয়া জেলাধীন দৌলতপুর উপজেলার ২৮ নভেম্বর ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে প্রাগপুর ইউনিয়নের ০৯ নং সাধারণ ওয়ার্ডের সদস্য পদের নির্বাচনী ফলাফল রিটার্নিং অফিসারের নিকট হতে সংগ্রহ পূর্বক যাচাই বাছাই না করে প্রত্যয়ন প্রদান করেন। বিধি বহির্ভূত নির্বাচিত নয় এমন প্রার্থীর নাম বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশের নিমিত্ত প্রেরণ করে তিনি দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছে। তাঁর উক্তরূপ দায়িত্বহীনতায় নির্বাচিত নয় এমন প্রার্থীর নাম বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। তাঁর এ ধরণের কর্মকাণ্ডে গেজেট প্রকাশ ও শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান কার্যক্রম ব্যাহত হয়। তাঁর এহেন কর্মকাণ্ডে নির্বাচন কমিশনের ভাবমুর্তি মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ন হয়। তাঁর উক্ত কর্মকাণ্ড শৃঙ্খলা পরিপন্থি। তৎপ্রেক্ষিতে, তাঁর বিরুদ্ধে নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৫ এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ আনয়ন করে বিভাগীয় মালা নং ১০/২০২২ রুজু করা হয়। উক্ত মামলার অভিযোগনামায় তাঁকে কারণ দর্শানো হয়। তিনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে লিখিত জবাব দাখিল করেন। দাখিলকৃত জবাবে তিনি ব্যক্তিগত শুনানি প্রার্থনা করেন। ০৮-০৬-২০২২ তারিখে তিনি ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ/প্রদানের নিমিত্ত হাজিরা দাখিল করেন এবং তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, ব্যক্তিগত শুনানিকালীন তাঁর মৌখিক বক্তব্য অনুযায়ী- কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলার প্রাগপুর ইউনিয়নের রিটার্নিং অফিসার হিসাবে জনাব খোন্দকার সহিদুর রহমান, উপজেলার মৎস্য অফিসার দায়িত্ব পালন করেন। রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক প্রদানকৃত ফলাফল উপজেলা নির্বাচন অফিসার, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া তাঁর নিকট প্রেরণ করেন। ফলাফল যাচাইয়ের সময় উক্ত ভুলটি দৃষ্টিগোচর হয়নি। এজন্য তিনি ক্ষমা প্রার্থী। ভবিষ্যতে এ ধরণের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে আরো সতর্ক হবেন;

যেহেতু, ব্যক্তিগত শুনানিকালীন তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, তাঁর মৌখিক বক্তব্য ও দাখিলকৃত জবাব এবং তৎসংশ্লিষ্ট দলিলাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ২৮-১১-২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলাধীন প্রাগপুর ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে রিটার্নিং অফিসার হিসাবে জনাব খোন্দকার সহিদুর রহমান, উপজেলা মৎস্য অফিসার, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া দায়িত্বপালন করেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত রিটার্নিং অফিসার উক্ত ইউনিয়ন পরিষদের ৯নং সাধারণ সদস্য পদের নির্বাচনী ফলাফলের ফরম-ঞ-২ (কেন্দ্র ভিত্তিক ফলাফল) অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত ফরম ঠ-২ এর তথ্য সঠিক থাকলেও ফলাফল একীভূত বিবরণী ফরম-ঠ-২ এর নির্বাচিত প্রার্থী জনাব মোঃ সিদ্দিকুর রহমান, পিতা-মোঃ আহম্মেদ হোসেন, গ্রাম: প্রাগপুর পশ্চিমপাড়া এর ঘোষিত অংশে ভুলক্রমে নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী জনাব মোঃ ছাপাতুল্লা মোহন, পিতা: মৃত আব্দুর রশিদ, গ্রাম : রঘুনাথপুর এর নাম লিপিবদ্ধ করেন। ফলে নির্বাচিত প্রার্থীদের তালিকায় (ফরম-ড) জনাব মোঃ ছাপাতুল্লা মোহন, পিতা: মৃত আব্দুর রশিদ, গ্রাম : রঘুনাথপুর এর নাম লিপিবদ্ধ হয় এবং উক্ত ভুল নাম ১৮-১২-২০২১ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। উপজেলা নির্বাচন অফিসার, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া প্রকাশিত গেজেট প্রাপ্তির পর তা যাচাই ও বাছাইকালে উক্ত ইউনিয়নের ৯নং সাধারণ সদস্য পদে নির্বাচিত প্রার্থী জনাব মোঃ সিদ্দিকুর রহমান, পিতা-মোঃ আহম্মেদ হোসেন, গ্রাম : প্রাগপুর পশ্চিমপাড়া এর পরিবর্তে নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী জনাব মোঃ ছাপাতুল্লা মোহন পিতা : মৃত আব্দুর রশিদ, গ্রাম : রঘুনাথপুর এর নাম প্রকাশের বিষয়টি তাঁর দৃষ্টিগোচর হয়। উক্ত কর্মকর্তা বিষয়টি সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসার এবং তাকে অবগত করেন এবং এ বিষয়ে নির্দেশনা চান। তৎপরবর্তীতে জনাব খোন্দকার সহিদুর রহমান, উপজেলা মৎস্য অফিসার, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া ও রিটার্নিং অফিসার প্রাগপুর ইউনিয়ন পরিষদ এবং উপজেলা নির্বাচন অফিসার, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া গেজেট সংশোধনের জন্য পত্র প্রেরণ করেন। জনাব মোঃ আনিছুর রহমান, সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার, যশোর (প্রাক্তন: সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার, কুষ্টিয়া) উক্ত পত্র ২৭ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকায় প্রেরণ করেন। তৎপ্রেক্ষিতে, ২০ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে পুনরায় উক্ত ইউনিয়নের ৯নং সাধারণ সদস্য পদের সংশোধনী গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয় এবং যথারীতি শপথ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। তাছাড়া, রিটার্নিং অফিসারের নিকট হতে কেবলমাত্র একীভূত বিবরণী (ফরম-ঠ-২) এবং ফরম-ড জেলা নির্বাচন অফিসে প্রেরণ করা হয়ে থাকে। কেন্দ্রের ফলাফল ফরম ঞ-২ জেলা নির্বাচন অফিসে প্রেরণ করা হয় না। কাজেই কেন্দ্রভিত্তিক ফলাফল জেলা নির্বাচন অফিস এর যাচাই করার কোনো সুযোগ নেই। তিনি নির্বাচনী দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। ভবিষ্যতে নির্বাচনী দায়িত্ব পালন করার সময়ে আরও সতর্ক হবেন মর্মে তিনি অঙ্গীকার করেন;

সেহেতু, সার্বিক বিবেচনায়, জনাব মোঃ আনিছুর রহমান, সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার, যশোর (প্রাক্তন: সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার, কুষ্টিয়া)-কে সতর্ক করা হল এবং মামলাটি নিষ্পত্তি করা হলো।

নং **১৭.০০.০০০০.০৮৩.২৭.০২৪.২২-২৪২**—যেহেতু, জনাব মোঃ গোলাম আজম, উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া, ২৮ নভেম্বর ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে কুষ্টিয়া জেলাধীন দৌলতপুর উপজেলার প্রাগপুর ইউনিয়নের ০৯ নং সাধারণ ওয়ার্ডের সদস্য পদের নির্বাচনী ফলাফল রিটার্নিং অফিসারের নিকট হতে সংগ্রহ পূর্বক যাচাই বাছাই না করে প্রত্যয়ন প্রদান করেন। বিধি বহির্ভূত নির্বাচিত নয় এমন প্রার্থীর নাম বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশের নিমিত্ত প্রেরণ করে তিনি দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছে। তাঁর এ ধরণের কর্মকাণ্ডে গেজেট প্রকাশ ও শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান কার্যক্রম ব্যাহত হয়। তাঁর এহেন কর্মকাণ্ডে নির্বাচন কমিশনের ভাবমুর্তি মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ন হয়। তাঁর উক্ত কর্মকাণ্ড শৃঙ্খলা পরিপন্থি। তৎপ্রেক্ষিতে, তাঁর বিরুদ্ধে নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৫ এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ আনয়ন করে বিভাগীয় মালা নং ১১/২০২২ রুজু করা হয়। বিভাগীয় মামলার অভিযোগনামায় তাঁকে কারণ দর্শানো হয়। তিনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে লিখিত জবাব দাখিল করেন। দাখিলকৃত জবাবে তিনি ব্যক্তিগত শুনানি প্রার্থনা করেন। তিনি ০৮-০৬-২০২২ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানি প্রদানের নিমিত্ত হাজিরা দাখিল করেন এবং তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, ব্যক্তিগত শুনানিকালীন তাঁর মৌখিক বক্তব্য অনুযায়ী- তিনি গত ২৮ নভেম্বর ২০২১ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত ইউনিয়ন পরিষদ সাধারণ নির্বাচন সমাপ্তির পর কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলার প্রাগপুর ইউনিয়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত রিটার্নিং অফিসার জনাব খোন্দকার সহিদুর রহমান, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া এর

নিকট থেকে প্রাপ্ত নির্বাচনী ফলাফলটি (ফরম-ঠ-২, ফরম-ড সহ অন্যান্য কাগজপত্র) উপজেলা নির্বাচন অফিসার, দৌলতপুর কুষ্টিয়া হিসাবে সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার, কুষ্টিয়া, এর নিকট প্রেরণ করেন। রিটার্নিং অফিসার এর প্রেরিত ফলাফলটি তার দৃষ্টিভ্রমের কারণে যাচাই বাছাইয়ে ভুলটি তাঁর পরিলক্ষিত হয়নি। এ জন্য তিনি ক্ষমা প্রার্থী এবং ভবিষ্যতে দায়িত্ব পালনে অধিকতর সতর্ক থাকবেন;

যেহেতু, ব্যক্তিগত শুনানিকালীন তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, তাঁর মৌখিক বক্তব্য ও দাখিলকৃত জবাব এবং তৎসংশ্লিষ্ট দলিলাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, গত ২৮-১১-২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত কুষ্টিয়া জেলাধীন দৌলতপুর উপজেলার প্রাগপুর ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে রিটার্নিং অফিসার হিসাবে জনাব খোন্দকার সহিদুর রহমান, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া দায়িত্ব পালন করেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত রিটার্নিং অফিসার নির্বাচন সমাপ্তির পর উক্ত ইউনিয়নের নির্বাচনী ফলাফল উপজেলা নির্বাচন অফিসার, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া এর নিকট প্রেরণ করেন। প্রেরিত ফলাফল অনুযায়ী প্রাগপুর ইউনিয়নের ৯নং সাধারণ সদস্য পদে ফরম-ঞ-২ মোতাবেক জনাব মোঃ সিদ্দিকুর রহমান, পিতা-মোঃ আহম্মেদ হোসেন, গ্রাম: প্রাগপুর পশ্চিমপাড়া বিজয়ী হন। কিন্তু রিটার্নিং অফিসার উক্ত ইউনিয়নের নির্বাচনী ফলাফল একীভূত বিবরণীতে (ফরম-ঠ-২) ভুলক্রমে বিজয়ী প্রার্থী জনাব মোঃ সিদ্দিকুর রহমান এর পরিবর্তে নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী জনাব মোঃ ছাপাতুল্লা মোহন, পিতা: মৃত আব্দুর রশিদ, গ্রাম : রঘুনাথপুর এর নাম লিপিবদ্ধ করেন। উক্ত ভুল নাম ১৮-১২-২০২১ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। উপজেলা নির্বাচন অফিসার, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া প্রকাশিত গেজেট প্রাপ্তির পর তা যাচাই ও বাছাইকালে উল্লিখিত ইউনিয়নের ৯নং সাধারণ সদস্য পদে নির্বাচিত প্রার্থী জনাব মোঃ সিদ্দিকুর রহমান, পিতা-মোঃ আহম্মেদ হোসেন, গ্রাম : প্রাগপুর পশ্চিমপাড়া এর পরিবর্তে নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী জনাব মোঃ ছাপাতুল্লা মোহন, পিতা : মৃত আব্দুর রশিদ, গ্রাম : রঘুনাথপুর এর নাম প্রকাশের বিষয়টি তাঁর দৃষ্টিগোচর হয়। রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক দাখিলকৃত উক্ত ভুল ফলাফল প্রেরণের কারণে প্রকাশিত গেজেটের তথ্যটি ভুল হয়েছে। তৎপরবর্তীতে জনাব খোন্দকার সহিদুর রহমান, উপজেলা মৎস্য অফিসার, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া ও রিটার্নিং অফিসার প্রাগপুর ইউনিয়ন পরিষদ এবং উপজেলা নির্বাচন অফিসার, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া গেজেট সংশোধনের জন্য নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকায় পত্র প্রেরণ করেন। তৎপ্রেক্ষিতে, ২০ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে পুনরায় উক্ত ইউনিয়নের ৯নং সাধারণ সদস্য পদের সংশোধনী গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয় এবং যথারীতি শপথ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। জনাব মোঃ গোলাম আজম, উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া নির্বাচনী দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখিত ও লজ্জিত এবং তজ্জন্য তিনি ক্ষমা প্রার্থী। ভবিষ্যতে নির্বাচনী দায়িত্ব পালনকালে এ ধরনের ভুলের পুনরাবৃত্তি হবে না মর্মে তিনি অঙ্গীকার করেন;

সেহেতু, সার্বিক বিবেচনায়, জনাব মোঃ গোলাম আজম, উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া-কে সতর্ক করা হল এবং মামলাটি নিষ্পত্তি করা হলো।

মোঃ হুমায়ুন কবীর খোন্দকার
সচিব।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
তদন্ত ও শৃঙ্খলা শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯/৩১ মে ২০২২

নং ৩৮.০০.০০০০.০০৪.০৪.০১৯.২০-২৪৯—যেহেতু, জনাব মুহাম্মদ মুনির হোসেন, প্রাক্তন ইন্সট্রাক্টর, উপজেলা রিসোর্স সেন্টার, আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ (ইন্সট্রাক্টর হিসেবে ইউআরসি, রাজাপুর, ঝালকাঠি বদলির আদেশাধীন)-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী অসদাচরণের অভিযোগে ০৫ নভেম্বর ২০২০ তারিখে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়;

যেহেতু, তিনি লিখিত জবাব দাখিল করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানিতে অংশগ্রহণ করেন। তার লিখিত জবাব ও শুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্য সন্তোষজনক না হওয়ায় বিভাগীয় মামলাটি তদন্তের জন্য তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত ব্যক্ত করেন;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় তাকে চাকরি হতে অপসারণ গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণপূর্বক দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হলে তিনি উক্ত নোটিশের জবাব দাখিল করেন;

যেহেতু, তার জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় তাকে "চাকরি হতে অপসারণ (Removal from service)" গুরুদণ্ড প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের মতামত চাওয়া হলে এ মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবের সাথে কর্ম কমিশন একমত পোষণ করে মতামত প্রদান করে;

সেহেতু, জনাব মুহাম্মদ মুনির হোসেন, প্রাক্তন ইন্সট্রাক্টর, উপজেলা রিসোর্স সেন্টার, আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ (ইন্সট্রাক্টর হিসেবে ইউআরসি, রাজাপুর, ঝালকাঠি বদলির আদেশাধীন)-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(৩)(গ) মোতাবেক কর্মস্থলে অনুপস্থিতির তারিখ ০৩-০৫-২০১৭ থেকে "চাকরি হতে অপসারণ (Removal from service)" গুরুদণ্ড প্রদান করা হলো।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৩৮.০০.০০০০.০০৪.০৪.০১৭.২১-২৫০—যেহেতু, বেগম মাহফুজা রহমান নিশাত, সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার, পাবনা সদর, পাবনা-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(গ) অনুযায়ী অসদাচরণ ও ডিজারশনের অভিযোগে গত ১৮ আগস্ট ২০২১ তারিখে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলার অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী তার স্থায়ী ও কর্মস্থলের ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়। স্থায়ী ঠিকানায় প্রেরিতব্য পত্রটি "প্রাপিকা উক্ত ঠিকানায় না থাকায় পত্রখানা ফেরত দেওয়া হইলো" এবং কর্মস্থলের ঠিকানায় প্রেরিতব্য পত্রটি "অফিস গ্রহণ না করায় ফেরৎ" মন্তব্যসহ ডাক বিভাগ হতে ফেরত আসে। ফলে নোটিশটি "Daily Sun" ও "দৈনিক সমকাল" পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়। কিন্তু তার নিকট হতে কোনো জবাব পাওয়া যায়নি;

যেহেতু, তার অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিতির বিষয়টি তদন্ত করার জন্য তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হলে 'তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তার স্বামীর সাথে অবস্থান করছেন' মর্মে তদন্তকারী কর্মকর্তা মতামত ব্যক্ত করেন;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় এবং পত্রিকায় প্রকাশের পরও অভিযুক্ত কর্মকর্তার নিকট হতে কোনো জবাব না পাওয়ায় তাহকে চাকরি হতে বরখাস্ত করার প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ তার স্থায়ী ও কর্মস্থলের ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়। স্থায়ী ঠিকানায় প্রেরিতব্য পত্রটি "প্রাপিকা বর্তমানে দেশের বাহিরে থাকায় পত্রখানা ফেরত" এবং কর্মস্থলের ঠিকানায় প্রেরিতব্য পত্রটি "উক্ত ঠিকানায় না থাকায় ফেরত" মন্তব্যসহ ডাক বিভাগ হতে ফেরত আসে। ফলে নোটিশটি "Daily Sun" ও "দৈনিক সমকাল" পত্রিকায় প্রকাশ করা হলেও তার নিকট হতে কোনো জবাব পাওয়া যায়নি;

যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনায় অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তাকে অনুপস্থিতির তারিখ ০১-০৭-২০১৮ হতে সরকারি চাকরি হতে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে "চাকরি হতে বরখাস্তকরণ (Dismissal from Service)" গুরুদণ্ড প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের মতামত চাওয়া হলে এ মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবের সাথে কর্ম কমিশন একমত পোষণ করে মতামত প্রদান করে;

সেহেতু, বেগম মাহফুজা রহমান নিশাত, সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার, পাবনা সদর, পাবনা-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(৩)(ঘ) মোতাবেক অননুমোদিতভাবে তার কর্মস্থলে অনুপস্থিতির তারিখ ০১-০৭-২০১৮ থেকে "চাকরি হতে বরখাস্তকরণ (Dismissal from Service)" গুরুদণ্ড প্রদান করা হলো।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ : ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/০১ জুন ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৩৮.০০.০০০০.০০৪.০৪.০৩০.২১-২৫১**—যেহেতু, জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম, সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, সিরাজগঞ্জ [প্রাক্তন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার (ভারপ্রাপ্ত), জয়পুরহাট]-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(ঘ) মোতাবেক অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত করে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করে জবাব প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, তিনি লিখিত জবাব দাখিল করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানিতে অংশগ্রহণ করেন;

যেহেতু, তার লিখিত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্য সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় বিভাগীয় মামলাটি তদন্তের সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ায় তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়।

যেহেতু, তার লিখিত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্য, তদন্ত প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্রাদি পর্যালোচনায় তার বিরুদ্ধে অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে এবং সার্বিক বিবেচনায় তাকে লঘুদণ্ড প্রদান করা সমীচীন হবে বলে প্রতীয়মান হয়;

সেহেতু, জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম, সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, সিরাজগঞ্জ [প্রাক্তন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার (ভারপ্রাপ্ত), জয়পুরহাট-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(২)(ঘ) মোতাবেক তাকে "বেতন গ্রেডের নিম্নতর ধাপে অবনমিতকরণ" দণ্ড প্রদান করা হলো।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোঃ আমিনুল ইসলাম খান
সচিব

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২০ জুন ২০২২ খ্রিঃ

নং **১৭.০০.০০০০.০১৫.৫৫.০৩২.০৯-৩৬৮**—ফটিকছড়ি থানায় দায়েরকৃত মামলা নং-০৫, তারিখ : ১২-০৫-২০২২, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ (সংশোধিত/০৩) এর ৯(৩)/৩০ ধারায় জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির, নির্বাচন কর্মকর্তা, জেলা নির্বাচন কর্মকর্তার কার্যালয়, খাগড়াছড়ি (প্রাক্তন উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম) জামিন নিয়েছেন। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ২১ নভেম্বর ১৯৭৮ তারিখের ED (Reg VI) S-123/78-115(500) নং স্মারক এবং বিএসআর পার্ট-১ এর ৭৩ বিধি নোট-২ অনুযায়ী তাকে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো।

২। সাময়িক বরখাস্তকালীন সময়ে তিনি বিধি মোতাবেক খোরাকী ভাতা (Subsistence Allowance) পাবেন।

৩। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হল এবং ইহা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোঃ হুমায়ুন কবীর খোন্দকার
সচিব।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৪ জুন ২০২২

নং **১৭.০০.০০০০.০৮৪.৫৬.০০৪.২২-৫০**—নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা জনাব আলিমুল রাজী-কে অসদাচরণের দায়ে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ১২(১) অনুযায়ী সাময়িক বরখাস্ত করা হলো।

২। সাময়িকভাবে বরখাস্তকালীন সময়ে তিনি বিধি মোতাবেক খোরাকী ভাতা (Subsistence Allowance) পাবেন।

৩। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

অশোক কুমার দেবনাথ
অতিরিক্ত সচিব।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
শৃঙ্খলা অধিশাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ০৫ জুন ২০২২ খ্রি.

নং **৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.০২১.২০২১-৩৩৩**—যেহেতু, ডা. মাহফুজা খানম (১০১১৬৫০), জুনিয়র কনসালটেন্ট (পেডিয়াট্রিক), ওএসডি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর-কে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের পার-৩ শাখার ২৪-০২-২০২০ খ্রি. তারিখের ১৩৯ নং স্মারকে জুনিয়র কনসালটেন্ট (শিশু) হিসেবে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, দোহার, ঢাকায় বদলি করা হলে তিনি বদলিকৃত কর্মস্থলে যোগদান না করে অদ্যাবধি অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন মর্মে অভিযোগ পাওয়া যায়;

যেহেতু, উক্ত অভিযোগে তার বিরুদ্ধে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ১৪-১২-২০২১ খ্রি. তারিখের ৭২ নং স্মারকমূলে সরকারি কর্মচারী

(শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(গ) অনুযায়ী অসদাচরণ ও পলায়নের দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন করেন;

যেহেতু, গত ১৭-০৫-২০২২ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত ব্যক্তিগত শুনানিতে তার বক্তব্য গ্রহণ ও লিপিবদ্ধ করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ব্যক্তিগত শুনানিতে সন্তোষজনক জবাব প্রদানে ব্যর্থ হয়েছেন এবং তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন;

যেহেতু, তার বিরুদ্ধে আনীত অসদাচরণের অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে এবং এ কারণে তিনি দণ্ড পাওয়ার যোগ্য;

সেহেতু, অভিযুকক্ত কর্মকর্তা ডাঃ মাহফুজা খানমকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) অনুযায়ী অসদাচরণ ও পলায়নের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে অভিযোগের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় বিবেচনায় একই বিধিমালার বিধি ৪(২)(খ) মোতাবেক তাকে ০৫ (পাঁচটি) বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি পরবর্তী বেতন বৃদ্ধির তারিখ হতে ০৫ (পাঁচ) বছরের জন্য ক্রমপঞ্জীভূতহারে স্থগিত (Withholding of 5 increments for 5 years cumulatively) রাখার লুঘুদণ্ড প্রদান করা হলো। ভবিষ্যতে বেতন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে তিনি এর কোনো বকেয়া সুবিধা প্রাপ্য হবেন না। অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে ভবিষ্যতে অধিকতর গুরুত্ব ও আন্তরিকতার সঙ্গে সরকারি দায়িত্ব পালনের নির্দেশনা দিয়ে এ সংক্রান্ত বিভাগীয় মামলাটি নিস্পত্তি করা হলো।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.১১০.২০২০-৩৩১—যেহেতু, ডা. মোঃ মোখলেসুর রহমান (৪১৭৩৮), সহকারী অধ্যাপক (অর্থোপেডিক সার্জারি), ওএসডি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, সংযুক্ত: শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ, টাঙ্গাইল সহযোগী অধ্যাপক পদে পদোন্নতির খসড়া তালিকার ভুল সংশোধনের জন্য স্বাস্থ্য সেবা বিভাগে প্রেরিত আবেদনে সিনিয়র স্কেল পরীক্ষায় পাশ করেছেন মর্মে দাবি করেন। পরবর্তীতে যোগাযোগ করা হলে তিনি গত ০৬-১২-২০০৯ খ্রি. তারিখের সিনিয়র স্কেল পরীক্ষা পাশের গেজেট বাসককস/ইউনিট-১০/সিস্কেপপ-৩/২০০৯/১০৬ নম্বর স্মারকের ৮৪ নং ক্রমিক তার নিজের নাম উল্লেখ রয়েছে মর্মে তথ্য প্রদান করেন। তার প্রদানকৃত তথ্য যাচাই-বাছাই করে দেখা যায়, ৮৪ নং ক্রমিকে বর্ণিত ডা. মোঃ মোখলেছুর রহমান অন্য একজন কর্মকর্তা, যার কোড নং ৪২১২৬ এবং প্রকৃত পক্ষে উক্ত স্মারকে তার অবস্থান ১৩৪ নং ক্রমিকে। উক্ত প্রক্রিয়ায় প্রকৃত তথ্য গোপনের মাধ্যমে একই নামের অন্য কর্মকর্তার সিনিয়র স্কেল পরীক্ষা পাশের তথ্যকে নিজের দাবি করে সহযোগী অধ্যাপক পদে পদোন্নতির জন্য স্বাস্থ্য সেবা বিভাগে আবেদন করেন মর্মে অভিযোগ পাওয়া যায়;

যেহেতু, উক্ত অভিযোগে তার বিরুদ্ধে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ২৫-১১-২০২০ খ্রি. তারিখের ৪১৩ নং স্মারকমূলে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী অসদাচরণের দায়ে বিভাগীয় মামলা (নং ৮৬/২০২০) রুজু করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন করেন;

যেহেতু, গত ১৮-০৫-২০২২ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত ব্যক্তিগত শুনানিতে তার বক্তব্য গ্রহণ ও লিপিবদ্ধ করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ব্যক্তিগত শুনানিতে সন্তোষজনক জবাব প্রদানে ব্যর্থ হয়েছেন এবং তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন;

যেহেতু, তার বিরুদ্ধে আনীত অসদাচরণের অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে এবং এ কারণে তিনি দণ্ড পাওয়ার যোগ্য;

সেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ডা. মোঃ মোখলেসুর রহমান-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী অসদাচরণের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার ৪(২)(ঘ) বিধি অনুযায়ী আগামী ০৫ (পাঁচ) বছরের জন্য 'বেতন গ্রেডের নিম্নতর ধাপে অবনমিতকরণ' অর্থাৎ পঞ্চম গ্রেড (৪৩,০০০—৬৯,৮৫০) স্কেলের বর্তমানে প্রাপ্ত মূল বেতন ৬১,২০০ টাকা হতে বেতন গ্রেডের নিম্নধাপে ৪৩,০০০ টাকা মূল বেতনে অবনমিতকরণসূচক লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো। দণ্ডের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর তিনি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ৪৩,০০০—৬৯,৮৫০ টাকার স্কেলে (পঞ্চম গ্রেড) বর্তমানে প্রাপ্ত বেতন ধাপে প্রত্যাবর্তন করবেন। তিনি কোনো বকেয়া প্রাপ্য হবেন না। ভবিষ্যতে সততা ও আন্তরিকতার সঙ্গে সরকারি দায়িত্ব পালনের নির্দেশ প্রদান করতঃ চলমান বিভাগীয় মামলাটি নিস্পত্তি করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.৮১.২০২০-৩১৩—যেহেতু, ডা. মোঃ মুমিনুল হক (৪৫৬৭০), সহযোগী অধ্যাপক (চলতি দায়িত্ব), ডেন্টিস্ট্রি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, সংযুক্ত: সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ, সিলেট স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পার-২ শাখার ১০-০১-২০১১ খ্রি. তারিখের ২০ নং স্মারকে প্রকাশিত বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডারের ৫০৫ (পাঁচশত পাঁচ) জন কর্মকর্তার চাকরি স্থায়ীকরণের প্রজ্ঞাপনে জালিয়াতি করে নিজের নাম অন্তর্ভুক্ত করে মিথ্যা তথ্য উপস্থাপন করেন এবং উক্ত তথ্য দিয়ে সহযোগী অধ্যাপক পদে পদোন্নতির জন্য স্বাস্থ্য সেবা বিভাগে আবেদন করেন মর্মে অভিযোগ পাওয়া যায়;

যেহেতু, উক্ত অভিযোগে তার বিরুদ্ধে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ১৮-১০-২০২০ খ্রি. তারিখের ৩৭৬ নং স্মারকমূলে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী অসদাচরণের দায়ে বিভাগীয় মামলা (নং ৬৮/২০২০) রুজু করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন করেন;

যেহেতু, গত ১৭-১১-২০২১ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত ব্যক্তিগত শুনানিতে তার বক্তব্য গ্রহণ ও লিপিবদ্ধ করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ব্যক্তিগত শুনানিতে সন্তোষজনক জবাব প্রদানে ব্যর্থ হয়েছেন এবং তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন;

যেহেতু, তার বিরুদ্ধে আনীত অসদাচরণের অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে এবং এ কারণে তিনি দণ্ড পাওয়ার যোগ্য;

সেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ডা. মোঃ মুমিনুল হককে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী অসদাচরণের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার ৪(২)(ঘ) বিধি অনুযায়ী আগামী ০৫ (পাঁচ) বছরের জন্য

'বেতন গ্রেডের নিম্নতর ধাপে অবনমিতকরণ' অর্থাৎ ষষ্ঠ গ্রেড (৩৫,৫০০—৬৭,০১০) স্কেলের বর্তমানে প্রাপ্ত মূল বেতন ৫২,৪৮০ টাকা হতে বেতন গ্রেডের নিম্নধাপে ৩৫,৫০০ টাকা মূল বেতনে অবনমিতকরণসূচক লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো। দণ্ডের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর তিনি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ৩৫,৫০০—৬৭,০১০ টাকার স্কেলে (তৃতীয় গ্রেড) বর্তমানে প্রাপ্ত বেতন ধাপে প্রত্যাবর্তন করবেন। তিনি কোনো বকেয়া প্রাপ্য হবেন না। ভবিষ্যতে সততা ও আন্তরিকতার সঙ্গে সরকারি দায়িত্ব পালনের নির্দেশ প্রদান করতঃ চলমান বিভাগীয় মামলাটি নিষ্পত্তি করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.১২১.২০২০-৩১৪—যেহেতু, ডা. ক্য খিন উ (১১১৩৫৭), সহযোগী অধ্যাপক (নাক, কান ও গলা বিভাগ), চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ, চট্টগ্রাম সরকারি কর্ম কমিশন কর্তৃক গৃহীত আগস্ট, ২০১২ সালের সিনিয়র স্কেলে পদোন্নতির পরীক্ষায় শুধু ১ম ও ৩য় পত্রে উত্তীর্ণ হয়েও জালিয়াতির মাধ্যমে এ সংক্রান্ত গেজেট পরিবর্তন করে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পত্রে পাশ করেছেন মর্মে তথ্য প্রতিস্থাপন করেন এবং উক্ত মিথ্যা তথ্য দিয়ে সহযোগী অধ্যাপক পদে পদোন্নতির জন্য স্বাস্থ্য সেবা বিভাগে আবেদন করেন মর্মে অভিযোগ পাওয়া যায়;

যেহেতু, উক্ত অভিযোগে তার বিরুদ্ধে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ১৭-০১-২০২১ খ্রি. তারিখের ২৩ নং স্মারকমূলে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী অসদাচরণের দায়ে বিভাগীয় মামলা (নং ০৫/২০২১) রুজু করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন করেন;

যেহেতু, গত ১৭-১১-২০২১ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত ব্যক্তিগত শুনানিতে তার বক্তব্য গ্রহণ ও লিপিবদ্ধ করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ব্যক্তিগত শুনানিতে সন্তোষজনক জবাব প্রদানে ব্যর্থ হয়েছেন এবং তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন;

যেহেতু, তার বিরুদ্ধে আনীত অসদাচরণের অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে এবং এ কারণে তিনি দণ্ড পাওয়ার যোগ্য;

সেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ডা. ক্য খিন উ-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী অসদাচরণের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার ৪(২)(ঘ) বিধি অনুযায়ী আগামী ০৫ (পাঁচ) বছরের জন্য 'বেতন গ্রেডের নিম্নতর ধাপে অবনমিতকরণ' অর্থাৎ চতুর্থ গ্রেড (৫০,০০০—৭১,২০০) স্কেলের বর্তমানে প্রাপ্ত মূল বেতন ৬০,৮৪০ টাকা হতে বেতন গ্রেডের নিম্নধাপে ৫০,০০০ টাকা মূল বেতনে অবনমিতকরণসূচক লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো। দণ্ডের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর তিনি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ৫০,০০০—৭১,২০০ টাকার স্কেলে (চতুর্থ গ্রেড) বর্তমানে প্রাপ্ত বেতন ধাপে প্রত্যাবর্তন করবেন। তিনি কোনো বকেয়া প্রাপ্য হবেন না। ভবিষ্যতে সততা ও আন্তরিকতার সঙ্গে সরকারি দায়িত্ব পালনের নির্দেশ প্রদান করতঃ চলমান বিভাগীয় মামলাটি নিষ্পত্তি করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.০৯৭.২০২০-৩১৫—যেহেতু, ডা. মোঃ মাহবুব আলম (৪৫৭৭২), সহকারী অধ্যাপক, অর্থোডন্টিক্স, ওএসডি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (সংযুক্ত: শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ, ঢাকা) বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক গৃহীত আগস্ট, ২০১৩ সালের সিনিয়র স্কেলে পদোন্নতি পরীক্ষায় শুধু ৩য় পত্রে উত্তীর্ণ হয়েও জালিয়াতির মাধ্যমে এ সংক্রান্ত গেজেট পরিবর্তন করে প্রথম ও তৃতীয় পত্রে পাশ করেছেন মর্মে তথ্য প্রতিস্থাপন করেন এবং উক্ত মিথ্যা তথ্য দিয়ে সহযোগী অধ্যাপক পদে পদোন্নতির জন্য স্বাস্থ্য সেবা বিভাগে আবেদন করেন মর্মে অভিযোগ পাওয়া যায়;

যেহেতু, উক্ত অভিযোগে তার বিরুদ্ধে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ১৮-১০-২০২০ খ্রি. তারিখের ৩৭৯ নং স্মারকমূলে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী অসদাচরণের দায়ে বিভাগীয় মামলা (নং ৭১/২০২০) রুজু করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন করেন;

যেহেতু, গত ০২-০৩-২০২২ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত ব্যক্তিগত শুনানিতে তার বক্তব্য গ্রহণ ও লিপিবদ্ধ করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ব্যক্তিগত শুনানিতে সন্তোষজনক জবাব প্রদানে ব্যর্থ হয়েছেন এবং তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন;

যেহেতু, তার বিরুদ্ধে আনীত অসদাচরণের অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে এবং এ কারণে তিনি দণ্ড পাওয়ার যোগ্য;

সেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ডা. মোঃ মাহবুব আলমকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী অসদাচরণের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার ৪(২)(ঘ) বিধি অনুযায়ী আগামী ০৫ (পাঁচ) বছরের জন্য 'বেতন গ্রেডের নিম্নতর ধাপে অবনমিতকরণ' অর্থাৎ ষষ্ঠ গ্রেড (৩৫,৫০০—৬৭,০১০) স্কেলের বর্তমানে প্রাপ্ত মূল বেতন ৪৭,৬০০ টাকা হতে বেতন গ্রেডের নিম্নধাপে ৩৫,৫০০ টাকা মূল বেতনে অবনমিতকরণসূচক লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো। দণ্ডের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর তিনি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ৩৫,৫০০—৬৭,০১০ টাকার স্কেলে (ষষ্ঠ গ্রেড) বর্তমানে প্রাপ্ত বেতন ধাপে প্রত্যাবর্তন করবেন। তিনি কোনো বকেয়া প্রাপ্য হবেন না। ভবিষ্যতে সততা ও আন্তরিকতার সঙ্গে সরকারি দায়িত্ব পালনের নির্দেশ প্রদান করতঃ চলমান বিভাগীয় মামলাটি নিষ্পত্তি করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.০৮৩.২০২০-৩১৬—যেহেতু, ডা. স্বদেশ রঞ্জন সরকার (১১৩৪৩৯), সহকারী অধ্যাপক, ভাসকুলার সার্জারি, ওএসডি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, (সংযুক্ত: জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, ঢাকা) বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক গৃহীত আগস্ট, ২০১৫ সালের সিনিয়র স্কেলে পদোন্নতি পরীক্ষায় শুধু ৩য় পত্রে উত্তীর্ণ হয়েও জালিয়াতির মাধ্যমে এ সংক্রান্ত গেজেট পরিবর্তন করে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পত্রে পাশ করেছেন মর্মে তথ্য প্রতিস্থাপন করেন এবং উক্ত মিথ্যা তথ্য দিয়ে সহযোগী অধ্যাপক পদে পদোন্নতির জন্য স্বাস্থ্য সেবা বিভাগে আবেদন করেন মর্মে অভিযোগ পাওয়া যায়;

যেহেতু, উক্ত অভিযোগে তার বিরুদ্ধে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ১৪-১০-২০২০ খ্রি. তারিখের ৩৬৭ নং স্মারকমূলে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী অসদাচরণের দায়ে বিভাগীয় মামলা (নং ৬৬/২০২০) রুজু করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন করেন;

যেহেতু, গত ১৭-১১-২০২১ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত ব্যক্তিগত শুনানিতে তার বক্তব্য গ্রহণ ও লিপিবদ্ধ করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ব্যক্তিগত শুনানিতে সন্তোষজনক জবাব প্রদানে ব্যর্থ হয়েছেন এবং তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন;

যেহেতু, তার বিরুদ্ধে আনীত অসদাচরণের অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে এবং এ কারণে তিনি দণ্ড পাওয়ার যোগ্য;

সেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ডা. স্বদেশ রঞ্জন সরকারকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী অসদাচরণের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার ৪(২)(ঘ) বিধি অনুযায়ী আগামী ০৫ (পাঁচ) বছরের জন্য 'বেতন গ্রেডের নিম্নতর ধাপে অবনমিতকরণ' অর্থাৎ ষষ্ঠ গ্রেড (৩৫,৫০০—৬৭,০১০) স্কেলের বর্তমানে প্রাপ্ত মূল বেতন ৪৭,৬৬০ টাকা হতে বেতন গ্রেডের নিম্নধাপে ৩৫,৫০০ টাকা মূল বেতনে অবনমিতকরণসূচক লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো। দণ্ডের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর তিনি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ৩৫,৫০০—৬৭,০১০ টাকার স্কেলে (ষষ্ঠ গ্রেড) বর্তমানে প্রাপ্ত বেতন ধাপে প্রত্যাবর্তন করবেন। তিনি কোনো বকেয়া প্রাপ্য হবেন না। ভবিষ্যতে সততা ও আন্তরিকতার সঙ্গে সরকারি দায়িত্ব পালনের নির্দেশ প্রদান করতঃ চলমান বিভাগীয় মামলাটি নিষ্পত্তি করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.০৯৩.২০২০-৩১৭—যেহেতু, ডা. এস.এম নাজমুল হক (১১১৩৪১), সহকারী অধ্যাপক ইএনটি, যশোর মেডিকেল কলেজ, যশোর সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক গৃহীত আগস্ট, ২০১১ সালের সিনিয়র স্কেলে পদোন্নতি পরীক্ষায় শুধু ২য় ও ৩য় পত্রে উত্তীর্ণ হয়েও জালিয়াতির মাধ্যমে এ সংক্রান্ত গেজেট পরিবর্তন করে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পত্রে পাশ করেছেন মর্মে তথ্য প্রতিস্থাপন করেন এবং উক্ত মিথ্যা তথ্য দিয়ে সহযোগী অধ্যাপক পদে পদোন্নতির জন্য স্বাস্থ্য সেবা বিভাগে আবেদন করেন মর্মে অভিযোগ পাওয়া যায়;

যেহেতু, উক্ত অভিযোগে তার বিরুদ্ধে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ১৮-১০-২০২০ খ্রি. তারিখের ৩৭৫ নং স্মারকমূলে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী অসদাচরণের দায়ে বিভাগীয় মামলা (নং ৬৭/২০২০) রুজু করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন করেন;

যেহেতু, গত ১২-১২-২০২১ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত ব্যক্তিগত শুনানিতে তার বক্তব্য গ্রহণ ও লিপিবদ্ধ করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ব্যক্তিগত শুনানিতে সন্তোষজনক জবাব প্রদানে ব্যর্থ হয়েছেন এবং তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন;

যেহেতু, তার বিরুদ্ধে আনীত অসদাচরণের অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে এবং এ কারণে তিনি দণ্ড পাওয়ার যোগ্য;

সেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ডা. এস.এম নাজমুল হককে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী অসদাচরণের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার ৪(২)(ঘ) বিধি অনুযায়ী আগামী ০৫ (পাঁচ) বছরের জন্য 'বেতন গ্রেডের নিম্নতর ধাপে অবনমিতকরণ' অর্থাৎ পঞ্চম গ্রেড (৪৩,০০০—৬৯,৮৫০) স্কেলের বর্তমানে প্রাপ্ত মূল বেতন ৬১,২০০ টাকা হতে বেতন গ্রেডের নিম্নধাপে ৪৩,০০০ টাকা মূল বেতনে অবনমিতকরণসূচক লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো। দণ্ডের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর তিনি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ৪৩,০০০—৬৯,৮৫০ টাকার স্কেলে (পঞ্চম গ্রেড) বর্তমানে প্রাপ্ত বেতন ধাপে প্রত্যাবর্তন করবেন। তিনি কোনো বকেয়া প্রাপ্য হবেন না। ভবিষ্যতে সততা ও আন্তরিকতার সঙ্গে সরকারি দায়িত্ব পালনের নির্দেশ প্রদান করতঃ চলমান বিভাগীয় মামলাটি নিষ্পত্তি করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.০৯৪.২০২০-৩১৮—যেহেতু, ডা. জাহিদুর রহমান (১১১২১৩), সহকারী অধ্যাপক, সার্জারি, ওএসডি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, ঢাকা সংযুক্ত: মাগুরা মেডিকেল কলেজ, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন কর্তৃক গৃহীত আগস্ট, ২০১০ সালের সিনিয়র স্কেলে পদোন্নতি পরীক্ষায় ১ম ও ৩য় পত্রে উত্তীর্ণ হয়েও জালিয়াতির মাধ্যমে এ সংক্রান্ত গেজেট পরিবর্তন করে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পত্রে পাশ করেছেন মর্মে তথ্য প্রতিস্থাপন করেন এবং উক্ত তথ্য দিয়ে সহযোগী অধ্যাপক পদে পদোন্নতির জন্য স্বাস্থ্য সেবা বিভাগে আবেদন করেন মর্মে অভিযোগ পাওয়া যায়;

যেহেতু, উক্ত অভিযোগে তার বিরুদ্ধে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ১৮-১০-২০২০ খ্রি. তারিখের ৮৩ নং স্মারকমূলে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী অসদাচরণের দায়ে বিভাগীয় মামলা (নং ৭৫/২০২০) রুজু করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন করেন;

যেহেতু, গত ০১-০৩-২০২২ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত ব্যক্তিগত শুনানিতে তার বক্তব্য গ্রহণ ও লিপিবদ্ধ করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ব্যক্তিগত শুনানিতে সন্তোষজনক জবাব প্রদানে ব্যর্থ হয়েছেন এবং তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন;

যেহেতু, তার বিরুদ্ধে আনীত অসদাচরণের অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে এবং এ কারণে তিনি দণ্ড পাওয়ার যোগ্য;

সেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ডা. জাহিদুর রহমানকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী অসদাচরণের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার ৪(২)(ঘ) বিধি অনুযায়ী আগামী ০৫ (পাঁচ) বছরের জন্য 'বেতন গ্রেডের নিম্নতর ধাপে অবনমিতকরণ' অর্থাৎ পঞ্চম গ্রেড (৪৩,০০০—৬৯,৮৫০) স্কেলের বর্তমানে প্রাপ্ত মূল বেতন ৬১,২০০ টাকা হতে বেতন গ্রেডের নিম্নধাপে ৪৩,০০০ টাকা মূল বেতনে অবনমিতকরণসূচক লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো। দণ্ডের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর তিনি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ৪৩,০০০—৬৯,৮৫০ টাকার স্কেলে (পঞ্চম গ্রেড) বর্তমানে প্রাপ্ত বেতন ধাপে প্রত্যাবর্তন করবেন। তিনি কোনো বকেয়া প্রাপ্য হবেন না। ভবিষ্যতে সততা ও আন্তরিকতার সঙ্গে সরকারি দায়িত্ব পালনের নির্দেশ প্রদান করতঃ চলমান বিভাগীয় মামলাটি নিষ্পত্তি করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.১৪৮.২০২০-৩১৯—যেহেতু, ডা. মোছাঃ জাহান আফরোজা খানম (৪২০৯৫), সহকারী অধ্যাপক, (রেডিওথেরাপি), ওএসডি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সংযুক্ত: রংপুর মেডিকেল কলেজ, রংপুর চাকরি স্থায়ীকরণের অসত্য তথ্য দিয়ে ২০১৬ সালে পদোন্নতি গ্রহণ করেন মর্মে অভিযোগ পাওয়া যায়;

যেহেতু, উক্ত অভিযোগে তার বিরুদ্ধে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ০১-০৬-২০২১ খ্রি. তারিখের ২১০ নং স্মারকমূলে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী অসদাচরণের দায়ে বিভাগীয় মামলা (নং ০৯/২০২১) রুজু করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন করেন;

যেহেতু, গত ০১-০৩-২০২২ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত ব্যক্তিগত শুনানিতে তার বক্তব্য গ্রহণ ও লিপিবদ্ধ করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ব্যক্তিগত শুনানিতে সন্তোষজনক জবাব প্রদানে ব্যর্থ হয়েছেন এবং তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন;

যেহেতু, তার বিরুদ্ধে আনীত অসদাচরণের অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে এবং এ কারণে তিনি দণ্ড পাওয়ার যোগ্য;

সেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ডা. মোছাঃ জাহান আফরোজা খানমকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী অসদাচরণের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার ৪(২)(ঘ) বিধি অনুযায়ী আগামী ০৫ (পাঁচ) বছরের জন্য 'বেতন গ্রেডের নিম্নতর ধাপে অবনমিতকরণ' অর্থাৎ ষষ্ঠ গ্রেড (৩৫,৫০০—৬৭,০১০) স্কেলের বর্তমানে প্রাপ্ত মূল বেতন ৪৭,৬০০ টাকা হতে বেতন গ্রেডের নিম্নধাপে ৩৫,০০০ টাকা মূল বেতনে অবনমিতকরণসূচক লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো। দণ্ডের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর তিনি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ৩৫,৫০০—৬৭,০১০ টাকার স্কেলে (ষষ্ঠ গ্রেড) বর্তমানে প্রাপ্ত বেতন ধাপে প্রত্যাবর্তন করবেন। তিনি কোনো বকেয়া প্রাপ্য হবেন না। ভবিষ্যতে সততা ও আন্তরিকতার সঙ্গে সরকারি দায়িত্ব পালনের নির্দেশ প্রদান করতঃ চলমান বিভাগীয় মামলাটি নিষ্পত্তি করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.১২৬.২০২০-৩২১—যেহেতু, ডা. আখতার নমির মোঃ হারুনুর রশিদ (৪১৮৬৭), সহযোগী অধ্যাপক (চলতি দায়িত্ব), অর্থোসার্জারি, স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ, ঢাকা সহযোগী অধ্যাপক পদে পদোন্নতির জন্য মূল প্রকাশনা হিসেবে The Journal of Bangladesh Orthopedic Society এর জানুয়ারি ২০১৪ এর Vol-29, No-1 সংখ্যায় প্রকাশিত "Comparison of Functional Outcome of Fixation of Unstable Intertrochanteric Fracture with Proximal Femoral Locking Compression Plate (PF-LCP) and Dynmic Condylar Screw (DCS)" শীর্ষক নিবন্ধে অন্যান্য লেখকের সাথে বর্ণিত Md. Harun-or-Rashid Khan এর নাম বিকৃত করে Md. Harun-or-Rashid বানিয়েছেন এবং উক্ত নিবন্ধটি অভিযুক্ত কর্মকর্তার লেখা না হওয়া সত্ত্বেও অবৈধভাবে নিজের লেখা হিসেবে দাবি করেন মর্মে অভিযোগ পাওয়া যায়;

যেহেতু, উক্ত অভিযোগে তার বিরুদ্ধে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ২০-০১-২০২১ খ্রি. তারিখের ২৬ নং স্মারকমূলে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী অসদাচরণের দায়ে বিভাগীয় মামলা (নং ০৮/২০২১) রুজু করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন করেন;

যেহেতু, গত ১৭-০৫-২০২২ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত ব্যক্তিগত শুনানিতে তার বক্তব্য গ্রহণ ও লিপিবদ্ধ করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ব্যক্তিগত শুনানিতে সন্তোষজনক জবাব প্রদানে ব্যর্থ হয়েছেন এবং তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন;

যেহেতু, তার বিরুদ্ধে আনীত অসদাচরণের অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে এবং এ কারণে তিনি দণ্ড পাওয়ার যোগ্য;

সেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ডা. আখতার নমির মোঃ হারুনুর রশিদ-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী অসদাচরণের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার ৪(২)(ঘ) বিধি অনুযায়ী আগামী ০৫ (পাঁচ) বছরের জন্য 'বেতন গ্রেডের নিম্নতর ধাপে অবনমিতকরণ' অর্থাৎ পঞ্চম গ্রেড (৪৩,০০০—৬৯,৮৫০) স্কেলের বর্তমানে প্রাপ্ত মূল বেতন ৬৩,৯৬০ টাকা হতে বেতন গ্রেডের নিম্নধাপে ৪৩,০০০ টাকা মূল বেতনে অবনমিতকরণসূচক লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো। দণ্ডের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর তিনি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ৪৩,০০০—৬৯,৮৫০ টাকার স্কেলে (পঞ্চম গ্রেড) বর্তমানে প্রাপ্ত বেতন ধাপে প্রত্যাবর্তন করবেন। তিনি কোনো বকেয়া প্রাপ্য হবেন না। ভবিষ্যতে সততা ও আন্তরিকতার সঙ্গে সরকারি দায়িত্ব পালনের নির্দেশ প্রদান করতঃ চলমান বিভাগীয় মামলাটি নিষ্পত্তি করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.০৯৬.২০২০-৩২২—যেহেতু, ডা. নাসরিন রোজী (৪১১২০), সহকারী অধ্যাপক (গাইনি এন্ড অবস), স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ, ঢাকা সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক গৃহীত ফেব্রুয়ারি, ২০০৬ সালের সিনিয়র স্কেলে পদোন্নতি পরীক্ষায় শুধু ২য় ও ৩য় পত্রে উত্তীর্ণ হয়েও জালিয়াতির মাধ্যমে এ সংক্রান্ত গেজেট পরিবর্তন করে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পত্রে পাশ করেছেন মর্মে তথ্য প্রতিস্থাপন করেন এবং উক্ত তথ্য দিয়ে সহযোগী অধ্যাপক পদে পদোন্নতির জন্য স্বাস্থ্য সেবা বিভাগে আবেদন করেন মর্মে অভিযোগ পাওয়া যায়;

যেহেতু, উক্ত অভিযোগে তার বিরুদ্ধে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ১৮-১০-২০২০ খ্রি. তারিখের ৩৮১ নং স্মারকমূলে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী অসদাচরণের দায়ে বিভাগীয় মামলা (নং ৭৩/২০২০) রুজু করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন করেন;

যেহেতু, গত ১৮-০৫-২০২২ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত ব্যক্তিগত শুনানিতে তার বক্তব্য গ্রহণ ও লিপিবদ্ধ করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ব্যক্তিগত শুনানিতে সন্তোষজনক জবাব প্রদানে ব্যর্থ হয়েছেন এবং তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন;

যেহেতু, তার বিরুদ্ধে আনীত অসদাচরণের অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে এবং এ কারণে তিনি দণ্ড পাওয়ার যোগ্য;

সেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ডা. নাসরিন রোজী-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী অসদাচরণের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার ৪(২)(ঘ) বিধি অনুযায়ী আগামী ০৫ (পাঁচ) বছরের জন্য 'বেতন গ্রেডের নিম্নতর ধাপে অবনমিতকরণ' অর্থাৎ পঞ্চম গ্রেড (৪৩,০০০—৬৯,৮৫০) স্কেলের বর্তমানে প্রাপ্ত মূল বেতন ৬১,২০০ টাকা হতে বেতন গ্রেডের নিম্নধাপে ৪৩,০০০ টাকা মূল বেতনে অবনমিতকরণসূচক লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো। দণ্ডের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর তিনি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ৪৩,০০০—৬৯,৮৫০ টাকার স্কেলে (পঞ্চম গ্রেড) বর্তমানে প্রাপ্ত বেতন ধাপে প্রত্যাবর্তন করবেন। তিনি কোনো বকেয়া প্রাপ্য হবেন না। ভবিষ্যতে সততা ও আন্তরিকতার সঙ্গে সরকারি দায়িত্ব পালনের নির্দেশ প্রদান করতঃ চলমান বিভাগীয় মামলাটি নিষ্পত্তি করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.১১৯.২০২০-৩২৩—যেহেতু, ডা. মোঃ মুকিতুল হুদা (৪১৪৯৫), সহকারী অধ্যাপক, রেডিওথেরাপি বিভাগ, খুলনা মেডিকেল কলেজ, খুলনা সহযোগী অধ্যাপক পদে পদোন্নতির জন্য মূল প্রকাশনা হিসেবে Bangladesh Oncology Journal এর ২০০৮ এর Vol-3, No-1 সংখ্যায় প্রকাশিত "Study on Immediate and Delayed Toxicities of Primary Brain Tumor Patients Treated with Radiotherapy"এবং No-2 সংখ্যায় প্রকাশিত "A Comparative Study of Induction Chemotherapy Followed by Radiotherapy Versus Concurrent Chemoradiation in Locally Advanced Laryngeal Cancers" শীর্ষক নিবন্ধ দুটিতে জালিয়াতির মাধ্যমে অন্যান্য লেখকের সাথে নিজের নাম অন্তর্ভুক্ত করে HRIS এ আপলোড করেন এবং উক্ত নিবন্ধ দুটি তার নিজের লেখা না হওয়া সত্ত্বেও অবৈধভাবে নিজের লেখা হিসেবে দাবি করেন মর্মে অভিযোগ পাওয়া যায়;

যেহেতু, উক্ত অভিযোগে তার বিরুদ্ধে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ২০-০১-২০২১ খ্রি. তারিখের ২৯ নং স্মারকমূলে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী অসদাচরণের দায়ে বিভাগীয় মামলা (নং ১১/২০২১) রুজু করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন করেন;

যেহেতু, গত ১৬-০৫-২০২২ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত ব্যক্তিগত শুনানিতে তার বক্তব্য গ্রহণ ও লিপিবদ্ধ করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ব্যক্তিগত শুনানিতে সন্তোষজনক জবাব প্রদানে ব্যর্থ হয়েছেন এবং তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন;

যেহেতু, তার বিরুদ্ধে আনীত অসদাচরণের অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে এবং এ কারণে তিনি দণ্ড পাওয়ার যোগ্য;

সেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ডা. মোঃ মুকিতুল হুদা-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী অসদাচরণের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার ৪(২)(ঘ) বিধি অনুযায়ী আগামী ০৫ (পাঁচ) বছরের জন্য 'বেতন গ্রেডের নিম্নতর ধাপে অবনমিতকরণ' অর্থাৎ পঞ্চম গ্রেড (৪৩,০০০—৬৯,৮৫০) স্কেলের বর্তমানে প্রাপ্ত মূল বেতন ৬১,২০০ টাকা হতে বেতন গ্রেডের নিম্নধাপে ৪৩,০০০ টাকা মূল বেতনে অবনমিতকরণসূচক লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো। দণ্ডের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর তিনি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ৪৩,০০০—৬৯,৮৫০ টাকার স্কেলে (পঞ্চম গ্রেড) বর্তমানে প্রাপ্ত বেতন ধাপে প্রত্যাবর্তন করবেন। তিনি কোনো বকেয়া প্রাপ্য হবেন না। ভবিষ্যতে সততা ও আন্তরিকতার সঙ্গে সরকারি দায়িত্ব পালনের নির্দেশ প্রদান করতঃ চলমান বিভাগীয় মামলাটি নিষ্পত্তি করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.০৯৯.২০২০-৩২৪—যেহেতু, ডা. মোঃ ইমদাদুল হক (৪৩৪৬১), সহকারী অধ্যাপক, অর্থোপেডিক সার্জারি, ওএসডি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, ঢাকা (সংযুক্ত: জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান, ঢাকা) সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক গৃহীত আগস্ট, ২০১২ সালের সিনিয়র স্কেলে পদোন্নতি পরীক্ষায় শুধু ১ম ও ৩য় পত্রে উত্তীর্ণ হয়েও জালিয়াতির মাধ্যমে এ সংক্রান্ত গেজেট পরিবর্তন করে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পত্রে পাশ করেছেন মর্মে তথ্য প্রতিস্থাপন করেন এবং উক্ত মিথ্যা তথ্য দিয়ে সহযোগী অধ্যাপক পদে পদোন্নতির জন্য স্বাস্থ্য সেবা বিভাগে আবেদন করেন মর্মে অভিযোগ পাওয়া যায়;

যেহেতু, উক্ত অভিযোগে তার বিরুদ্ধে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ১৮-১০-২০২০ খ্রি. তারিখের ৩৮২ নং স্মারকমূলে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী অসদাচরণের দায়ে বিভাগীয় মামলা (নং ৭৪/২০২০) রুজু করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন করেন;

যেহেতু, গত ১৬-০৫-২০২২ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত ব্যক্তিগত শুনানিতে তার বক্তব্য গ্রহণ ও লিপিবদ্ধ করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ব্যক্তিগত শুনানিতে সন্তোষজনক জবাব প্রদানে ব্যর্থ হয়েছেন এবং তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন;

যেহেতু, তার বিরুদ্ধে আনীত অসদাচরণের অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে এবং এ কারণে তিনি দণ্ড পাওয়ার যোগ্য;

সেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ডা. মোঃ ইমদাদুল হক-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী অসদাচরণের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার ৪(২)(ঘ) বিধি অনুযায়ী আগামী ০৫ (পাঁচ) বছরের জন্য 'বেতন গ্রেডের নিম্নতর ধাপে অবনমিতকরণ' অর্থাৎ ষষ্ঠ গ্রেড (৩৫,৫০০—৬৭,০১০) স্কেলের বর্তমানে প্রাপ্ত মূল বেতন ৫৫,১১০ টাকা হতে বেতন গ্রেডের নিম্নধাপে ৩৫,৫০০ টাকা মূল বেতনে অবনমিতকরণসূচক লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো। দণ্ডের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর তিনি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ৩৫,৫০০—৬৭,০১০ টাকার স্কেলে (ষষ্ঠ গ্রেড) বর্তমানে প্রাপ্ত বেতন ধাপে প্রত্যাবর্তন করবেন। তিনি কোনো বকেয়া প্রাপ্য হবেন না। ভবিষ্যতে সততা ও আন্তরিকতার সঙ্গে সরকারি দায়িত্ব পালনের নির্দেশ প্রদান করতঃ চলমান বিভাগীয় মামলাটি নিষ্পত্তি করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.০৮২.২০২০-৩২৫—যেহেতু, ডা. মোঃ ইমরুল হাসান (৪২৭৬০), সহকারী অধ্যাপক, মেডিসিন বিভাগ, ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ, ময়মনসিংহ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পার-২ শাখার ২৮-১০-২০১৫ খ্রি. তারিখের ৬৯০ নং স্মারকে প্রকাশিত বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডারের ২৭৬ (দুইশত ছিয়াত্তর) জন কর্মকর্তার চাকুরি স্থায়ীকরণের প্রজ্ঞাপনে জালিয়াতি করে ক্রমিক নম্বর ২৭৪ এর ডা. আবুল বাশার মোঃ সায়েদুজ্জামান (১২৭৩৬৯) এর স্থলে তার নিজের নাম উক্ত প্রজ্ঞাপনে প্রতিস্থাপন করে মিথ্যা তথ্য উপস্থাপন করেন এবং উক্ত তথ্য দিয়ে সহযোগী অধ্যাপক পদে পদোন্নতিন জন্য স্বাস্থ্য সেবা বিভাগে আবেদন করেন মর্মে অভিযোগ পাওয়া যায়;

যেহেতু, উক্ত অভিযোগে তার বিরুদ্ধে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ১৩-১০-২০২০ খ্রি. তারিখের ৩৬৩ নং স্মারকমূলে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী অসদাচরণের দায়ে বিভাগীয় মামলা (নং ৬৫/২০২০) রুজু করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন করেন;

যেহেতু, গত ১৬-০৫-২০২২ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত ব্যক্তিগত শুনানিতে তার বক্তব্য গ্রহণ ও লিপিবদ্ধ করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ব্যক্তিগত শুনানিতে সন্তোষজনক জবাব প্রদানে ব্যর্থ হয়েছেন এবং তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন;

যেহেতু, তার বিরুদ্ধে আনীত অসদাচরণের অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে এবং এ কারণে তিনি দণ্ড পাওয়ার যোগ্য;

সেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ডা. মোঃ ইমরুল হাসান-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী অসদাচরণের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার ৪(২)(ঘ) বিধি অনুযায়ী আগামী ০৫ (পাঁচ) বছরের জন্য 'বেতন গ্রেডের নিম্নতর ধাপে অবনমিতকরণ' অর্থাৎ ষষ্ঠ গ্রেড (৩৫,৫০০—৬৭,০১০) স্কেলের বর্তমানে প্রাপ্ত মূল বেতন ৪৯,৯৮০ টাকা হতে বেতন গ্রেডের নিম্নধাপে ৩৫,৫০০ টাকা মূল বেতনে অবনমিতকরণসূচক লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো। দণ্ডের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর তিনি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ৩৫,৫০০—৬৭,০১০ টাকার স্কেলে (ষষ্ঠ গ্রেড) বর্তমানে প্রাপ্ত বেতন ধাপে প্রত্যাবর্তন করবেন। তিনি কোনো বকেয়া প্রাপ্য হবেন না। ভবিষ্যতে সততা ও আন্তরিকতার সঙ্গে সরকারি দায়িত্ব পালনের নির্দেশ প্রদান করতঃ চলমান বিভাগীয় মামলাটি নিষ্পত্তি করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.০৯৮.২০২০-৩২৬—যেহেতু, ডা. মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন (৪৩৮১৪), সহকারী অধ্যাপক (অফথালমোলজি), ওএসডি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (সংযুক্ত: রাঙ্গামাটি মেডিকেল কলেজ, রাঙ্গামাটি) সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক গৃহীত আগস্ট, ২০১২ সালের সিনিয়র স্কেলে পদোন্নতি পরীক্ষায় শুধু ২য় ও ৩য় পত্রে উত্তীর্ণ হয়েও জালিয়াতির মাধ্যমে এ সংক্রান্ত গেজেট পরিবর্তন করে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পত্রে পাশ করেছেন মর্মে তথ্য প্রতিস্থাপন করেন এবং উক্ত মিথ্যা তথ্য দিয়ে সহযোগী অধ্যাপক পদে পদোন্নতির জন্য স্বাস্থ্য সেবা বিভাগে আবেদন করেন মর্মে অভিযোগ পাওয়া যায়;

যেহেতু, উক্ত অভিযোগে তার বিরুদ্ধে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ২০-১০-২০২০ খ্রি. তারিখের ৩৮৪ নং স্মারকমূলে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী অসদাচরণের দায়ে বিভাগীয় মামলা (নং ৭৬/২০২০) রুজু করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন করেন;

যেহেতু, গত ১৬-০৫-২০২২ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত ব্যক্তিগত শুনানিতে তার বক্তব্য গ্রহণ ও লিপিবদ্ধ করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ব্যক্তিগত শুনানিতে সন্তোষজনক জবাব প্রদানে ব্যর্থ হয়েছেন এবং তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন;

যেহেতু, তার বিরুদ্ধে আনীত অসদাচরণের অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে এবং এ কারণে তিনি দণ্ড পাওয়ার যোগ্য;

সেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ডা. মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী অসদাচরণের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার ৪(২)(ঘ) বিধি অনুযায়ী আগামী ০৫ (পাঁচ) বছরের জন্য 'বেতন গ্রেডের নিম্নতর ধাপে অবনমিতকরণ' অর্থাৎ পঞ্চম গ্রেড (৪৩,০০০—৬৯,৮৫০) স্কেলের বর্তমানে প্রাপ্ত মূল বেতন ৬১,২০০ টাকা হতে বেতন গ্রেডের নিম্নধাপে ৪৩,০০০ টাকা মূল বেতনে অবনমিতকরণসূচক লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো। দণ্ডের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর তিনি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ৪৩,০০০—৬৯,৮৫০ টাকার স্কেলে (পঞ্চম গ্রেড) বর্তমানে প্রাপ্ত বেতন ধাপে প্রত্যাবর্তন করবেন। তিনি কোনো বকেয়া প্রাপ্য হবেন না। ভবিষ্যতে সততা ও আন্তরিকতার সঙ্গে সরকারি দায়িত্ব পালনের নির্দেশ প্রদান করতঃ চলমান বিভাগীয় মামলাটি নিষ্পত্তি করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.০৯৫.২০২০-৩২৭—যেহেতু, ডা. মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম (৪১৯২৮), সহকারী অধ্যাপক, নিউরো সার্জারি, জাতীয় নাক, কান ও গলা ইনস্টিটিউট, ঢাকা সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক গৃহীত আগস্ট, ২০১০ সালের সিনিয়র স্কেলে পদোন্নতি পরীক্ষায় শুধু ১ম ও ৩য় পত্রে উত্তীর্ণ হয়েও জালিয়াতির মাধ্যমে এ সংক্রান্ত গেজেট পরিবর্তন করে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পত্রে পাশ করেছেন মর্মে তথ্য প্রতিস্থাপন করেন এবং উক্ত মিথ্যা তথ্য দিয়ে সহযোগী অধ্যাপক পদে পদোন্নতিন জন্য স্বাস্থ্য সেবা বিভাগে আবেদন করেন মর্মে অভিযোগ পাওয়া যায়;

যেহেতু, উক্ত অভিযোগে তার বিরুদ্ধে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ১৮-১০-২০২০ খ্রি. তারিখের ৩৭৮ নং স্মারকমূলে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী অসদাচরণের দায়ে বিভাগীয় মামলা (নং ৭০/২০২০) রুজু করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন করেন;

যেহেতু, গত ১৬-০৫-২০২২ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত ব্যক্তিগত শুনানিতে তার বক্তব্য গ্রহণ ও লিপিবদ্ধ করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ব্যক্তিগত শুনানিতে সন্তোষজনক জবাব প্রদানে ব্যর্থ হয়েছেন এবং তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন;

যেহেতু, তার বিরুদ্ধে আনীত অসদাচরণের অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে এবং এ কারণে তিনি দণ্ড পাওয়ার যোগ্য;

সেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ডা. মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী অসদাচরণের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার ৪(২)(ঘ) বিধি অনুযায়ী আগামী ০৫ (পাঁচ) বছরের জন্য 'বেতন গ্রেডের নিম্নতর ধাপে অবনমিতকরণ' অর্থাৎ ষষ্ঠ গ্রেড (৩৫,৫০০—৬৭,০১০) স্কেলের বর্তমানে প্রাপ্ত মূল বেতন ৫২,৪৮০ টাকা হতে বেতন গ্রেডের নিম্নধাপে ৩৫,৫০০ টাকা মূল বেতনে অবনমিতকরণসূচক লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো। দণ্ডের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর তিনি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ৩৫,৫০০—৬৭,০১০ টাকার স্কেলে (ষষ্ঠ গ্রেড) বর্তমানে প্রাপ্ত বেতন ধাপে প্রত্যাবর্তন করবেন। তিনি কোনো বকেয়া প্রাপ্য হবেন না। ভবিষ্যতে সততা ও আন্তরিকতার সঙ্গে সরকারি দায়িত্ব পালনের নির্দেশ প্রদান করতঃ চলমান বিভাগীয় মামলাটি নিষ্পত্তি করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.১২৪.২০২০-৩২৮**—যেহেতু, ডা. শরীফ মুহাম্মদ গাউছুল আকবর (৪১৭৫৮), সহকারী অধ্যাপক (এ্যানেসথেশিওলজি), ওএসডি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, সংযুক্ত: কক্সবাজার মেডিকেল কলেজ, কক্সবাজার The Journal of Chittagong Medical College Teachers' Association এর ২০০৬ সালের Volume-17, Number-1 এ প্রকাশিত "COMPARISON OF DIAGNOSTIC YIELD OF FNAC, AFB AND HISTOPATHOLOGY IN TUBERCULAR CERVICAL LYMPHADENOPATHY PATIENTS MANAGED AT CHITTAGONG MEDICAL COLLEGE HOSPITAL" শীর্ষক প্রবন্ধে অন্যতম লেখক Mohammad Zobair এর নামের স্থলে জালিয়াতির মাধ্যমে নিজের নাম প্রতিস্থাপন করেন মর্মে অভিযোগ পাওয়া যায়;

যেহেতু, উক্ত অভিযোগে তার বিরুদ্ধে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ১৩-০৩-২০২১ খ্রি. তারিখের ৯৪ নং স্মারকমূলে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী অসদাচরণের দায়ে বিভাগীয় মামলা (নং ২১/২০২১) রুজু করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন করেন;

যেহেতু, গত ১৬-০৫-২০২২ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত ব্যক্তিগত শুনানিতে তার বক্তব্য গ্রহণ ও লিপিবদ্ধ করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ব্যক্তিগত শুনানিতে সন্তোষজনক জবাব প্রদানে ব্যর্থ হয়েছেন এবং তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন;

যেহেতু, তার বিরুদ্ধে আনীত অসদাচরণের অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে এবং এ কারণে তিনি দণ্ড পাওয়ার যোগ্য;

সেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ডা. শরীফ মুহাম্মদ গাউছুল আকবর-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী অসদাচরণের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার ৪(২)(ঘ) বিধি অনুযায়ী আগামী ০৫ (পাঁচ) বছরের জন্য 'বেতন গ্রেডের নিম্নতর ধাপে অবনমিতকরণ' অর্থাৎ পঞ্চম গ্রেড (৪৩,০০০—৬৯,৮৫০) স্কেলের বর্তমানে প্রাপ্ত মূল বেতন ৬১,২০০ টাকা হতে বেতন গ্রেডের নিম্নধাপে ৪৩,০০০ টাকা মূল বেতনে অবনমিতকরণসূচক লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো। দণ্ডের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর তিনি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ৪৩,০০০—৬৯,৮৫০ টাকার স্কেলে (পঞ্চম গ্রেড) বর্তমানে প্রাপ্ত বেতন ধাপে প্রত্যাবর্তন করবেন। তিনি কোনো বকেয়া প্রাপ্য হবেন না। ভবিষ্যতে সততা ও আন্তরিকতার সঙ্গে সরকারি দায়িত্ব পালনের নির্দেশ প্রদান করতঃ চলমান বিভাগীয় মামলাটি নিষ্পত্তি করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.১১১.২০২০-৩৩০**—যেহেতু, ডা. আখতার আহমদ (১১২৫১৪), সহযোগী অধ্যাপক (চলতি দায়িত্ব), হেপাটোবিলিয়ারি সার্জারি, শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ, ঢাকা সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক গৃহীত আগস্ট, ২০১১ সালের সিনিয়র স্কেলে পদোন্নতি পরীক্ষায় শুধু ৩য় পত্রে উত্তীর্ণ হয়েও জালিয়াতির মাধ্যমে এ সংক্রান্ত গেজেট পরিবর্তন করে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পত্রে পাশ করেছেন মর্মে তথ্য প্রতিস্থাপন করেন এবং উক্ত মিথ্যা তথ্য দিয়ে সহযোগী অধ্যাপক পদে পদোন্নতির জন্য স্বাস্থ্য সেবা বিভাগে আবেদন করেন মর্মে অভিযোগ পাওয়া যায়;

যেহেতু, উক্ত অভিযোগে তার বিরুদ্ধে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ২০-১০-২০২০ খ্রি. তারিখের ৩৮৫ নং স্মারকমূলে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী অসদাচরণের দায়ে বিভাগীয় মামলা (নং ৭৭/২০২০) রুজু করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন করেন;

যেহেতু, গত ১৮-০৫-২০২২ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত ব্যক্তিগত শুনানিতে তার বক্তব্য গ্রহণ ও লিপিবদ্ধ করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ব্যক্তিগত শুনানিতে সন্তোষজনক জবাব প্রদানে ব্যর্থ হয়েছেন এবং তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন;

যেহেতু, তার বিরুদ্ধে আনীত অসদাচরণের অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে এবং এ কারণে তিনি দণ্ড পাওয়ার যোগ্য;

সেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ডা. আখতার আহমদ-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী অসদাচরণের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার ৪(২)(ঘ) বিধি অনুযায়ী আগামী ০৫ (পাঁচ) বছরের জন্য 'বেতন গ্রেডের নিম্নতর ধাপে অবনমিতকরণ' অর্থাৎ ষষ্ঠ গ্রেড (৩৫,৫০০—৬৭,০১০) স্কেলের বর্তমানে প্রাপ্ত মূল বেতন ৫২,৪৮০ টাকা হতে বেতন গ্রেডের নিম্নধাপে ৩৫,৫০০ টাকা মূল বেতনে অবনমিতকরণসূচক লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো। দণ্ডের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর তিনি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ৩৫,৫০০—৬৭,০১০ টাকার স্কেলে (ষষ্ঠ গ্রেড) বর্তমানে প্রাপ্ত বেতন ধাপে প্রত্যাবর্তন করবেন। তিনি কোনো বকেয়া প্রাপ্য হবেন না। ভবিষ্যতে সততা ও আন্তরিকতার সঙ্গে সরকারি দায়িত্ব পালনের নির্দেশ প্রদান করতঃ চলমান বিভাগীয় মামলাটি নিষ্পত্তি করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ : ০২ জুন ২০২২ খ্রি.

নং **৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৭১.২০১৬-৩১১**—যেহেতু, ডা. মোঃ মফিজুর রহমান (১০০৩২৩৫), জুনিয়র কনসালটেন্ট, অর্থোপেডিক সার্জারি (ওএসডি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা) সংযুক্ত: জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান, ঢাকা-এর বিরুদ্ধে ঢাকা জেলার উত্তরা পশ্চিম থানার ০১-০৪-২০১৬ খ্রি. তারিখের মামলা নং-১(৪)১৬ (জিআর নং-১০৮/১৬) এর প্রেক্ষিতে তাকে ১১-০৪-২০১৬ খ্রি. তারিখে গ্রেপ্তার করে জেলহাজতে প্রেরণ করা হয়;

যেহেতু এ প্রেক্ষিতে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ২১-০৮-২০১৬ খ্রি. তারিখের ৫৯৯ নং স্মারকে তাকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়;

যেহেতু এ বিষয়ে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল নং-২, ঢাকার বিজ্ঞ বিচারক তাকে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ এর ১১(গ) ধারার অভিযোগ হতে বেকসুর খালাস প্রদান করেন;

সেহেতু, ডা. মোঃ মফিজুর রহমানের সাময়িক বরখাস্তকরণ সংক্রান্ত স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের পূর্বোক্ত প্রজ্ঞাপনটি প্রত্যাহার করা হল এবং তার সাময়িক বরখাস্তকালীন সময়কে বিধি মোতাবেক কর্তব্যকাল হিসেবে গণ্য করা হবে।

জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

লোকমান হোসেন মিয়া
সিনিয়র সচিব।

সংস্কৃত বিষয়ক মন্ত্রণালয়
শাখা-৬

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯/০৭ জুন ২০২২

নং **৪৩.০০.০০০০.১১৪.০০৬.২৩.১৯.৩১৬**—বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর আইন, ২০২২ এর ৭ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর পর্ষদ গঠন করা হলো :

ক্র নং	নাম ও পদবি	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর আইন, ২০২২ এর ধারা
১.	ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক সাবেক উপাচার্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	আইনের ৭(১)(ক) ধারা অনুসারে সদস্য এবং পর্ষদ এর সভাপতি।
২.	মহাপরিচালক প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর	আইনের ৭(১)(খ) ধারা অনুসারে পদাধিকার বলে সদস্য।
৩.	মহাপরিচালক আর্কাইভ্স ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর	আইনের ৭(১)(গ) ধারা অনুসারে পদাধিকার বলে সদস্য।
৪.	মহাপরিচালক বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ	আইনের ৭(১)(ঘ) ধারা অনুসারে পদাধিকার বলে সদস্য।
৫.	মহাপরিচালক বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি	আইনের ৭(১)(ঙ) ধারা অনুসারে পদাধিকার বলে সদস্য।
৬.	যুগ্মসচিব (প্রত্নতত্ত্ব ও জাদুঘর) সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	আইনের ৭(১)(চ) ধারা অনুসারে মনোনীত সদস্য।
৭.	অনূন্য যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	আইনের ৭(১)(ছ) ধারা অনুসারে মনোনীত সদস্য।
৮.	ডিন চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	আইনের ৭(১)(জ) ধারা অনুসারে পদাধিকার বলে সদস্য।
৯.	সরকার মনোনীত প্রতিনিধি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা।	আইনের ৭(১)(ঝ) ধারা অনুসারে মনোনীত সদস্য।
১০.	ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ক গবেষক প্রতিনিধি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।	আইনের ৭(১)(ঞ) ধারা অনুসারে মনোনীত সদস্য।
১১.	বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষক প্রতিনিধি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।	আইনের ৭(১)(ঞ) ধারা অনুসারে মনোনীত সদস্য।
১২.	স্থাপত্য বিভাগের একজন অধ্যাপক বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়	আইনের ৭(১)(ট) ধারা অনুসারে মনোনীত সদস্য।
১৩.	জনাব উজ্জ্বল বিকাশ দত্ত সচিব (অবসরপ্রাপ্ত)	আইনের ৭(১)(ঠ) ধারা অনুসারে মনোনীত সদস্য।
১৪.	ড. সোনিয়া নিশাত আমিন অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	আইনের ৭(১)(ঠ) ধারা অনুসারে মনোনীত সদস্য।
১৫.	জনাব আ.স.ম. আমিনুর রহমান সাবেক প্রধান স্থপতি স্থাপত্য অধিদপ্তর	আইনের ৭(১)(ঠ) ধারা অনুসারে মনোনীত সদস্য।
১৬.	ড. ভুবন চন্দ্র বিশ্বাস অতিরিক্ত সচিব (পিআরএল)	আইনের ৭(১)(ঠ) ধারা অনুসারে মনোনীত সদস্য।
১৭.	পরিচালক বাংলাদেশ লোক কারুশিল্প ফাউন্ডেশন	আইনের ৭(১)(ড) ধারা অনুসারে পদাধিকার বলে সদস্য।
১৮.	মহাপরিচালক বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	আইনের ৭(১)(ঢ) ধারা অনুসারে পদাধিকার বলে সদস্য-সচিব।

২। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর আইন, ২০২২ এর ৭(২) ধারা অনুসারে এই পর্ষদের সভাপতি এবং এই আইনের ৭(১) উপধারার দফা (ঝ), (ঞ), (ট) এবং (ঠ) অনুসারে মনোনীত পর্ষদ সদস্যগণ তাঁদের মনোনয়নের তারিখ হতে পরবর্তী ০৩(তিন) বছর মেয়াদে স্বীয় পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন।

৩। আদেশ জারির অব্যবহিত পর থেকে পর্ষদ গঠন বিষয়ক এই মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইতোপূর্বে জারীকৃত সকল আদেশ বাতিল বলে গণ্য হবে।

৪। এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ মিজানুর রহমান ছিদ্দিকী
উপসচিব (শাখা-৬)।

শাখা-৩

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ৩০ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯/১৩ জুন ২০২২

নং **৪৩.০০.০০০০.১১৫.০৬.০০১.১৮.৭০**—কবি নজরুল ইনস্টিটিউটের কর্ম পরিচালনা ও প্রশাসনিক বিষয়াদি সম্পন্ন করার নিমিত্ত কবি নজরুল ইনস্টিটিউট আইন ২০১৮ এর ৬নং বিধি অনুসারে সরকার নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে ০৩ (তিন) বছরের জন্য ট্রাস্টি বোর্ড পুনর্গঠন করল :

চেয়ারম্যান

১. জনাব খায়রুল আনাম শাকিল
বিশিষ্ট নজরুল সঙ্গীত শিল্পী ও নজরুল গবেষক এবং একুশে পদকপ্রাপ্ত

সদস্যবৃন্দ

২. অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব (সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান), সংস্কৃত বিষয়ক মন্ত্রণালয়

৩. মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এর প্রতিনিধি

৪. বেগম আকতার কামাল
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

৫. জনাব খিল খিল কাজী
সদস্য কবি পরিবার।

৬. ড. লীনা তাপসী খান
সহযোগী অধ্যাপক
সংগীত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

৭. জনাব মোঃ শামসুল কিবরিয়া
যুগ্মসচিব (অবসরপ্রাপ্ত)।

সদস্য-সচিব

৮. নির্বাহী পরিচালক
কবি নজরুল ইনস্টিটিউট।

২। ট্রাস্টি বোর্ডের মেয়াদ ১৩ জুন ২০২২ তারিখ হতে আগামী ০৩ (তিন) বছরের জন্য বলবৎ থাকবে। বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং সদস্যগণের কার্যাবলী কবি নজরুল ইনস্টিটিউট আইন ২০১৮ অনুসারে পরিচালিত হবে।

৩। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ প্রজ্ঞাপন জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

কাজী নূরুল ইসলাম
উপসচিব।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
চলচ্চিত্র-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯/৩১ মে ২০২২

নং **১৫.০০.০০০০.০৪১.০৬.০০৩.১৩-৩৪০**—বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট আইন ২০১৩ (সংশোধিত ২০১৯) এর ৬(১) উপধারা মোতাবেক নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট-এর গভর্নিং বডি গঠন করা হলো :

চেয়ারম্যান

(ক) সচিব, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

সদস্যবৃন্দ

(খ) তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা

(গ) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা

(ঘ) অর্থ মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা

(ঙ) সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা

(চ) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা

(ছ) ব্যবস্থাপনা পরিচালক
বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন

(জ) মহাপরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন

(ঝ) মহাপরিচালক
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট

(ঞ) মহাপরিচালক
বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ

(ট) মহাপরিচালক
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর

(ঠ) সরকার কর্তৃক মনোনীত যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ২ (দুই) জন শিক্ষক :

(১) ড.এ.জে.এম. শফিউল আলম ভূঁইয়া
অধ্যাপক, টেলিভিশন, চলচ্চিত্র ও ফটোগ্রাফি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

(২) জনাব কুন্তল বড়ুয়া
অধ্যাপক, নাট্যকলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

(ড) সরকার কর্তৃক মনোনীত ইনস্টিটিউটের ১ (এক) জন শিক্ষক ও চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্ট বরেণ্য ব্যক্তিত্ব :

(১) জনাব আহমেদ ইকবাল হায়দার
নাট্য ব্যক্তিত্ব ও বিশ্ববিদ্যালয়ের খণ্ডকালীন শিক্ষক

(২) গাজী রাকায়েত
বিশিষ্ট চলচ্চিত্র নির্মাতা ও শিক্ষক, বিসিটিআই

(৩) জনাব অমিতাভ রেজা চৌধুরী
বিশিষ্ট চলচ্চিত্র নির্মাতা

(৪) মিস্ সংগীতা চৌধুরী
অভিনেত্রী, উপস্থাপিকা ও বাচিক শিল্পী

(ঢ) সরকার কর্তৃক মনোনীত ১ (এক) জন বিশিষ্ট সাংবাদিক :

জনাব মঞ্জুরুল আহসান বুলবুল
বিশিষ্ট সাংবাদিক

সদস্য-সচিব

(ণ) প্রধান নির্বাহী, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট

২। এ গভর্নিং বডির মেয়াদ ০২ (দুই) বছর বলবৎ থাকবে। বোর্ডের কার্যক্রম বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট আইন-২০১৩ (সংশোধিত-২০১৯) অনুসারে পরিচালিত হবে।

৩। জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ : ১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯/০২ জুন ২০২২

নং **১৫.০০.০০০০.০৪১.৩১.০৪২.১৪(অংশ-১)-৩৪১**—'মেহের জান' নামক চলচ্চিত্রের প্রযোজক ও পরিচালক জনাব বেবী ইসলাম-এর অনুকূলে ১৯৭৬-৭৭ অর্থবছরে ২,৫০,০০০ (দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা সরকারি অনুদান প্রদান করা হয়। প্রযোজক ও পরিচালক জনাব বেবী ইসলাম মৃত্যুবরণ করায় চলচ্চিত্রটির নির্মাণ কাজ শেষ করে এ মন্ত্রণালয়ে জমা প্রদান করতে পারেননি এবং তার পরিবারের কেউ দেশে থাকেন না।

২। সরকারের অর্থ পাওনা থাকলে এবং ব্যক্তির মৃত্যু ও তাঁর কোনো উত্তরাধিকারী না থাকলে পাওনা অর্থ অবলোপন করার বিষয়ে অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের মতামত চাওয়া হলে জানানো হয় যে, আলোচ্য চলচ্চিত্রের প্রযোজকের অনুকূলে প্রদত্ত অনুদানের ২,৫০,০০০ (দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা **'আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ (অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন) ২০১৫**-এর 'অর্থ বিভাগের বিবেচনার জন্য প্রেরিতব্য বিষয়াবলীর তালিকার ক্রমিক-১৭' অনুযায়ী প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় হিসেবে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

৩। সে লক্ষ্যে ১৯৭৬-৭৭ অর্থবছরে সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত 'মেহের জান' নামক চলচ্চিত্রের প্রযোজক ও পরিচালক জনাব বেবী ইসলাম মৃত্যুবরণ করায় এবং তাঁর পরিবারের কেউ দেশে না থাকায় এবং অর্থ বিভাগের মতামত ও আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ আদেশে প্রদত্ত ক্ষমতার আওতায় প্রদত্ত ২,৫০,০০০ (দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা অবলোপন করা হলো।

৪। এতে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন রয়েছে।

নং **১৫.০০.০০০০.০৪১.৩১.০৪২.১৪(অংশ-১)-৩৪২**—'ফুলমতি' নামক চলচ্চিত্রের প্রযোজক ও পরিচালক জনাব মাসুদ করিম-এর অনুকূলে ১৯৮২-৮৩ অর্থবছরে ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকা সরকারি অনুদান প্রদান করা হয়। প্রযোজক ও পরিচালক জনাব মাসুদ করিম মৃত্যুবরণ করায় চলচ্চিত্রটির নির্মাণ কাজ শেষ করে এ মন্ত্রণালয়ে জমা প্রদান করতে পারেননি এবং তার পরিবারের কেউ দেশে থাকেন না।

২। সরকারের অর্থ পাওনা থাকলে এবং ব্যক্তির মৃত্যু ও তাঁর কোনো উত্তরাধিকারী না থাকলে পাওনা অর্থ অবলোপন করার বিষয়ে অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের মতামত চাওয়া হলে জানানো হয় যে, আলোচ্য চলচ্চিত্রের প্রযোজকের অনুকূলে প্রদত্ত অনুদানের ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকা **'আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ (অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন) ২০১৫**-এর 'অর্থ বিভাগের বিবেচনার জন্য প্রেরিতব্য বিষয়াবলীর তালিকার ক্রমিক-১৭' অনুযায়ী প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় হিসেবে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

৩। সে লক্ষ্যে ১৯৮২-৮৩ অর্থবছরে সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত 'ফুলমতি' নামক চলচ্চিত্রের প্রযোজক ও পরিচালক জনাব মাসুদ করিম মৃত্যুবরণ করায় এবং তাঁর পরিবারের কেউ দেশে না থাকায় এবং অর্থ বিভাগের মতামত ও আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ আদেশে প্রদত্ত ক্ষমতার আওতায় প্রদত্ত ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকা অবলোপন করা হলো।

৪। এতে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন রয়েছে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সাইফুল ইসলাম
উপসচিব।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
প্রাণিসম্পদ-১ অধিশাখা

পরিপত্র

তারিখ : ২৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯ ব:/০৭ জুন ২০২২ খ্রি:

নং **৩৩.০০.০০০০.১১৭.৯৯.০১২.২১-২৭২**—জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বিধি অনুবিভাগের ২৭-০১-২০১১ তারিখের ০৫.১৭০. ০২২.২৪. ০০.০৫০.২০১০-৪৫ সংখ্যক পরিপত্রের আলোকে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের দশম, একাদশ, দ্বাদশ গ্রেডভুক্ত ২য় শ্রেণির কর্মকর্তাদের পদোন্নতি/উচ্চতর টাইস্কেল/সিলেকশন গ্রেড প্রদান সংক্রান্ত নিম্নরূপ কমিটি গঠন করা হলো :

(ক) দশম, একাদশ, দ্বাদশ গ্রেডভুক্ত স্বীকৃত ২য় শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তাদের পদোন্নতি/উচ্চতর টাইমস্কেল/সিলেকশন গ্রেড প্রদান বিষয়ক কমিটি :

সভাপতি

(১) অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব (প্রাণিসম্পদ অনুবিভাগ), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

সদস্যবৃন্দ

(২) উপসচিব পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

(৩) উপসচিব পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

(৪) পরিচালক (প্রশাসন)
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা

সদস্য-সচিব

(৫) উপসচিব (প্রাণিসম্পদ-২)
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

কমিটির কার্যপরিধি :

(১) সংশ্লিষ্ট নিয়োগবিধির শর্ত পূরণ সাপেক্ষে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এর অধীনস্থ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের দশম, একাদশ, দ্বাদশ গ্রেডভুক্ত স্বীকৃত ২য় শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তাদের পদোন্নতি/উচ্চতর সিলেকশন গ্রেড প্রদানের বিষয় বিবেচনাপূর্বক সুপারিশ প্রদান।

(২) বাংলাদেশ কর্ম কমিশন (পরামর্শকরণ) প্রবিধিমালা, ১৯৭৯ অনুযায়ী ১ম ও ২য় শ্রেণির গেজেটেড পদ কর্ম কমিশনের আওতাভুক্ত বিধায় ৩য় হতে ২য় শ্রেণির পদে বা গ্রেডে পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ বা সরাসরি নিয়োগের বিষয় সরকারী কর্ম কমিশনের আওতাভুক্ত। এই জাতীয় নিয়োগ (পদোন্নতির মাধ্যমে বা সরাসরি) আলোচ্য কমিটির আওতা বহির্ভুত থাকবে।

(৩) বাংলাদেশ কর্ম কমিশন (পরামর্শকরণ) প্রবিধিমালা, ১৯৭৯ এর ৮নং বিধি মোতাবেক একই শ্রেণিতে পদোন্নতির ক্ষেত্রে কর্ম কমিশনের পরামর্শ নিষ্প্রয়োজন বিধায় দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত এক পদ হইতে অপর পদে পদোন্নতির বিষয় আলোচ্য কমিটির আওতাভুক্ত থাকবে।

ড. অমিতাভ চক্রবর্ত্তী
উপসচিব।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৭ আষাঢ় ১৪২৯ ব:/২১ জুন ২০২২ খ্রি:

নং **৩৩.০০.০০০০.১১৭.৯৯.০০৩.২১-৩০৩**—জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ০৩-০৭-২০১৯ তারিখের ০৫.১৫৭.০১৫.০২.০৩. ০৩৬. ২০১১(৩য় খণ্ড)-১৪৮ সংখ্যক স্মারক, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের যথাক্রমে ০৯-০৯-২০১৯ এবং ২৯-১২-২০১৯ তারিখের ০৭.০০. ০০০০.১৫৪. ১৫.০০৪.১৮.৩৬১ এবং ০৭.০০.০০০০.১৬৩.৩৩. ০০১.১৯.২৩৯ সংখ্যক স্মারক, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রশাসনিক উন্নয়ন ও সমন্বয়-১ অধিশাখার ০৬-১০-২০২০ তারিখের ০৪.০০. ০০০০.৭১১.০৬.০১২.২০-২৫২ সংখ্যক এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ১১-১১-২০২০ তারিখের ৩৩.০০.০০০০.১১৭.২৮. ০০১.১৭(অংশ-১)-৪৯২ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের আওতাধীন ৭৫ (পঁচাত্তর)টি দপ্তর সৃজনের সকল কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

২। বর্ণিত অবস্থায় প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের আওতাধীন নিম্নেবর্ণিত ৭৫ (পঁচাত্তর) টি দপ্তর সৃজন করা হলো।

ক্রমিক নং	সৃজনকৃত দপ্তরের নাম
১	২
১.	প্রাণি ক্রয়, উন্নয়ন ও বিপণন দপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা
২.	কৃত্রিম প্রজনন দপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা
৩.	কৃত্রিক প্রজনন ল্যাবরেটরি, রাজশাহী
৪.	কৃত্রিক প্রজনন ল্যাবরেটরি কাম বুল স্টেশন, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম
৫.	কৃত্রিক প্রজনন ল্যাবরেটরি কাম বুল স্টেশন, ফরিদপুর
৬.	বুল কাফ রিয়ারিং ইউনিট কাম মিনি ল্যাব, খুলনা
৭.	বুল কাফ রিয়ারিং ইউনিট কাম মিনি ল্যাব, রংপুর
৮.	বুল কাফ রিয়ারিং ইউনিট কাম মিনি ল্যাব, বরিশাল
৯.	বুল কাফ রিয়ারিং ইউনিট কাম মিনি ল্যাব, বগুড়া
১০.	বুল কাফ রিয়ারিং ইউনিট কাম মিনি ল্যাব, সিলেট
১১.	জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র, গাজীপুর
১২.	জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র, মানিকগঞ্জ
১৩.	জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র, মুন্সীগঞ্জ
১৪.	জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র, নরসিংদী
১৫.	জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র, নারায়ণগঞ্জ
১৬..	জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র, কিশোরগঞ্জ
১৭.	জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র, গোপালগঞ্জ
১৮.	জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র, মাদারীপুর
১৯.	জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র, রাজবাড়ী
২০.	জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র, শরীয়তপুর
২১.	জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র, নেত্রকোনা
২২.	জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র, শেরপুর
২৩.	জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র, কক্সবাজার
২৪.	জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র, রাঙ্গামাটি
২৫.	জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র, ফেনী
২৬.	জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র, লক্ষ্মীপুর
২৭..	জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র, চাঁদপুর
২৮.	জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া
২৯.	জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র, হবিগঞ্জ
৩০.	জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র, মৌলভীবাজার
৩১.	জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র, সুনামগঞ্জ
৩২.	জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র, নওগাঁ
৩৩.	জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র, জয়পুরহাট
৩৪.	জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র, নাটোর
৩৫.	জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র, চাঁপাইনবাবগঞ্জ
৩৬.	জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র, সিরাজগঞ্জ
৩৭.	জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র, গাইবান্ধা
৩৮.	জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র, নীলফামারী
৩৯..	জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র, কুড়িগ্রাম
৪০.	জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র, দিনাজপুর
৪১.	জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র, পঞ্চগড়

ক্রমিক নং	সৃজনকৃত দপ্তরের নাম
৪২.	জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র, লালমনিরহাট
৪৩.	জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র, বাগেরহাট
৪৪.	জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র, সাতক্ষীরা
৪৫.	জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র, ঝিনাইদহ
৪৬.	জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র, মাগুড়া
৪৭.	জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র, নড়াইল
৪৮.	জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র, চুয়াডাঙ্গা
৪৯.	জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র, মেহেরপুর
৫০.	জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র, পিরোজপুর
৫১.	জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র, ভোলা
৫২.	জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র, ঝালকাঠি
৫৩.	জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র, বরগুনা
৫৪.	জেলা ভেটেরিনারি হাসপাতাল, ঢাকা
৫৫.	কোয়ালিটি কন্ট্রোল ল্যাবরেটরি ফর লাইভস্টক এন্ড লাইভস্টক প্রোডাক্টস, সাভার, ঢাকা
৫৬.	হ্যাচারীসহ আঞ্চলিক হাঁস প্রজনন খামার, মাদারীপুর
৫৭.	হ্যাচারীসহ আঞ্চলিক হাঁস প্রজনন খামার, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ
৫৮.	হ্যাচারীসহ আঞ্চলিক হাঁস প্রজনন খামার, কিশোরগঞ্জ
৫৯.	হ্যাচারীসহ আঞ্চলিক হাঁস প্রজনন খামার, নীলফামারী
৬০.	হ্যাচারীসহ আঞ্চলিক হাঁস প্রজনন খামার, বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ
৬১.	হ্যাচারীসহ আঞ্চলিক হাঁস প্রজনন খামার, ভোলা
৬২.	হ্যাচারীসহ আঞ্চলিক হাঁস প্রজনন খামার, পটুয়াখালী
৬৩.	হ্যাচারীসহ আঞ্চলিক হাঁস প্রজনন খামার, বাগেরহাট
৬৪.	হ্যাচারীসহ আঞ্চলিক হাঁস প্রজনন খামার, কুড়িগ্রাম
৬৫.	হ্যাচারীসহ আঞ্চলিক হাঁস প্রজনন খামার, নাসিরনগর, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া
৬৬.	সরকারি ছাগল উন্নয়ন খামার, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম
৬৭.	সরকারি ছাগল উন্নয়ন খামার, কাশিপুর, বরিশাল
৬৮.	জেলা শীপ (ভেড়া) ফার্ম, সোনাগাজী, ফেনী
৬৯.	ভেড়া উন্নয়ন খামার, রাজশাহী
৭০.	ভেড়া উন্নয়ন খামার, শেরপুর, বগুড়া
৭১.	ভেড়া উন্নয়ন খামার, ফকিরহাট, বাগেরহাট
৭২.	মহিষ প্রজনন ও উন্নয়ন খামার, টাংগাইল
৭৩.	মহিষ প্রজনন ও উন্নয়ন খামার, সাভার, ঢাকা
৭৪.	ইনস্টিটিউট অব লাইভস্টক সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি, নেত্রকোণা
৭৫.	ইনস্টিটিউট অব লাইভস্টক সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি, ডুমুরিয়া, খুলনা

২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারি করা হলো।

৩। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. অমিতাভ চক্রবর্তী
উপসচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৭

আদেশ

তারিখ : ০৯ ভাদ্র ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/২৪ আগস্ট ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

নং বিচার-৭/২এন-৫৪/২০১১-২২৮—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২নং আইন) এর ৪ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে (জনাব সাইহাম মাহমুদ, জন্ম তারিখ: ০১-০১-১৯৯৩ খ্রি. পিতা-মোঃ ছিদ্দিকুর রহমান, মাতা-পেয়ারা বেগম, গ্রাম-কলাবাগ পশ্চিম, ওয়ার্ড নং-০৫, ডাকঘর-সিদ্দিরগঞ্জ, থানা-সিদ্দিরগঞ্জ, জেলা-নারায়ণগঞ্জ।) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ৫ নং ওয়ার্ডের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করা হইল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনোরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুরাদ জাহান চৌধুরী
সিনিয়র সহকারী সচিব।